POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

আল্লাহ্‌র বাণী

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

'হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সহিত আছেন।'

(আল-বাকারা: ১৫৪)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
10

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা
9

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 27 Feb 2025 28 শাআবান-1446 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

যখন নামায পড় তখন দোয়ার মধ্যে অজ্ঞ লোকদের ন্যায় শুধু আরবী শব্দ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ থাকিও না। কারণ তাহাদের নামায এবং ইস্তেগফার সবই বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ মাত্র যাহাতে সারবস্তু নাই। কিন্তু তোমরা যখন নামায পড় তখন খোদা তা'লার কালাম কুরআন এবং রসুলুল্লাহ (সা.)-এর কালামে বর্ণিত অন্যান্য কতিপয় প্রচলিত দোয়া ছাড়াও নিজেদের যাবতীয় সাধারণ দোয়া নিজেদের ভাষাতেই কর।

'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

সুতরাং তোমরা চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া খোদাতা'লার সেই নিয়মকে প্রত্যক্ষ কর যাহা সারা দুনিয়াতে পরিলক্ষিত হয়। অধোগামী মুষিক সাজিও না, বরং উর্দ্ধগামী কবুতর হইতে চেষ্টা কর, যাহা আকাশের বিশালতাকে নিজের জন্য পসন্দ করে। তোমরা 'তওবার' বয়াত গ্রহণ করিয়া পুনরায় পাপে লিপ্ত থাকিও না, এবং সাপের ন্যায় হইও না যাহা খোলস পরিবর্তন করার পরও পুনরায় সাপ থাকিয়া যায়। মৃত্যুকে স্মরণ কর যাহা ক্রমশঃ তোমাদের দিকে আসিতেছে, কিন্তু তোমরা এই সম্বন্ধে সচেতন নও। পবিত্র হইতে চেষ্টা কর, কেননা মানুষ পবিত্র সত্তাকে তখনই লাভ করিতে পারে যখন সে নিজে পবিত্র হয়, কিন্তু তোমরা কিরূপে এই নেয়ামত লাভ করিতে পারে-স্বয়ং খোদা তা'লাই ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি কুরআন শরীফে বলিয়াছেন- 'ওয়াসতাঈনু বিস সাবরে ওয়াস সালাত'। অর্থাৎ নামায ও অধ্যাবসায় সহকারে খোদা তা'লার সাহায্য প্রার্থনা কর।

নামায কি? ইহা হইল দোয়া, যাহা তসবীহ্, (মহিমা কীর্তন) 'তাহমীদ' (প্রশংসা কীর্তন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন), 'তকদীস' (পবিত্র ঘোষণা) এবং 'ইস্তেগফার' (নিজের দুর্বলতা স্বীকার করিয়া শক্তি প্রার্থনা) ও দরূদ সহ সবিনয়ে প্রার্থনা করা হয়। সুতরাং যখন নামায পড় তখন দোয়ার মধ্যে অজ্ঞ লোকদের ন্যায় শুধু আরবী শব্দ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ থাকিও না। কারণ তাহাদের নামায এবং ইস্তেগফার সবই বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ মাত্র যাহাতে সারবস্তু নাই। কিন্তু তোমরা যখন নামায পড় তখন খোদা তা'লার কালাম কুরআন এবং রসুলুল্লাহ (সা.)-এর কালামে বর্ণিত অন্যান্য কতিপয় প্রচলিত দোয়া ছাড়াও নিজেদের যাবতীয় সাধারণ দোয়া নিজেদের ভাষাতেই কর। নিবেদন জানাও যেন সেই সকাতর নিবেদনের সুপ্রভাব তোমাদের হৃদয়ে পতিত হয়।

বিপদকালে তোমাদের জীবনের স্বাভাবিক গতিতে পাঁচটি পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে যাহা সংঘটিত হওয়া তোমাদের প্রকৃতির জন্য আবশ্যকীয়।

১) প্রথমে যখন তোমাদিগকে কোন আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে অবগত করা হয়, দৃষ্টান্ত স্বরূপ- তোমাদের নামে যেন আদালত হইতে এক গ্রেপতারী পরওয়ানা জারি করা হইল; তোমাদের শান্তি ও সুখে ব্যাঘাত ঘটাইবার ইহা প্রথম অবস্থা। বস্তুতঃ এই অবস্থা অবনতির অবস্থার সহিত তুলনীয়; কেননা ইহাতে তোমাদের সুখের অবস্থার পতন আরম্ভ হইয়াছে। এই অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যোহরের নামায নির্ধারিত করা হইয়াছে, যাহার ওয়াক্ত সূর্যের নিম্নগতি হইতে আরম্ভ হয়।

২) দ্বিতীয় পরিবর্তন তোমাদের উপর তখন আসে, যখন তোমরা বিপদের অতি সন্নিকট হও। দৃষ্টান্ত স্বরূপ-যখন তোমরা গ্রেপতারী পরওয়ানা দ্বারা গ্রেপতার হইয়া হাকিমের সমীপে উপস্থিত হও। এই অবস্থায় ভয়ে তোমাদের রক্ত শুষ্ক হইতে থাকে এবং শান্তির আলো তোমাদের নিকট হইতে বিদায় হওয়ার উপক্রম হয়। সুতরাং আমাদের এই অবস্থা সেই সময়ের সদৃশ যখন সূর্যের আলো ক্ষীণ হইয়া আসে ও সেই দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় এবং স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় যে, এখন সূর্য অস্তমিত হইবার সময় সন্নিকট। এইরূপ আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আসরের নামাযের সময় নির্ধারিত হইয়াছে।

৩) তৃতীয় পরিবর্তন তোমাদের উপর তখন আসে, যখন এই বিপদ হইতে মুক্তিলাভের আশা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, অর্থাৎ যেন তোমাদের নামে চার্জশিট (দোষী সাব্যস্ত করে লিখিত পত্র) লিখিত হয় এবং তোমাদের জ্ঞান লোপ পায় এবং তোমরা নিজদিগকে কয়েদী জ্ঞান করিতে থাক। সুতরাং এই অবস্থা সেই সময়ের সৃদশ যখন সূর্য অস্তমিত হয় এবং দিবালোকের সকল আশার অবসান হয়। এইরূপ আত্মিক অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া মাগরিবের নামায নির্ধারিত করা হইয়াছে।

৪) চতুর্থ পরিবর্তন তোমাদের উপর তখন আসে যখন বিপদ বস্তুতই তোমাদের উপর পতিত হয় এবং ইহার ঘন অন্ধকার তোমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে; যথা চার্জশিট অনুযায়ী সাক্ষ্য গ্রহণের পর শাস্তির আদেশ তোমাদিগকে শোনানো হয় এবং কারাদন্ডের জন্য কোন পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হয়। এই অবস্থা সেই সময়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখে যখন রাত্রি আরম্ভ হয় এবং গভীর অন্ধকার ছাইয়া যায়। এইরূপ আত্মিক অবস্থার সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া এশার নামায নির্ধারিত করা হইয়াছে।

৫) অতঃপর যখন তোমরা এক দীর্ঘকাল বিপদের অন্ধকারে অতিবাহিত কর, তখন পুনরায় তোমাদের প্রতি খোদা তা'লার করুণা উদ্বেলিত হয় এবং তোমাদিগকে এই অন্ধকার হইতে মুক্তি দান করে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন অন্ধাকারের পর প্রাতঃকাল দেখা দেয় এবং দিনের সেই আলো আবার আপন উজ্জ্বলতার সহিত প্রকাশিত হয়। অতএব এইরূপ আত্মিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ফজরের নামায নির্ধারিত করা হইয়াছে।

খোদা তা'লা তোমাদের প্রকৃতিগত পরিবর্তনের পাঁচটি অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই তোমাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্তের নামায নির্ধারিত করিয়াছেন। ইহা হইতেই তোমরা উপলব্ধি করিতে পার যে, এই সকল নামায কেবল তোমাদের আত্মিক মঙ্গলের জন্য নির্ধারিত করা হইয়াছে। সুতরাং যদি তোমরা এইসকল বিপদ হইতে বাঁচিতে চাও তাহা হইলে এই পাঁচ বারের নামায পরিত্যাগ করিও না কারণ এগুলি তোমাদের অভ্যন্তরীণ ও আত্মিক পরিবর্তনের প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ।

নামাযে ভারী বিপদের প্রতিকার রহিয়াছে। তোমরা অবগত নহ যে, উদীয়মান নব দিবস তোমাদের জন্য কি (নিয়তি) আনয়ন করিবে। সুতরাং দিবসের উদয়নের পূর্বেই তোমরা তোমাদের মওলার সমীপে সবিনয় নিবেদন কর যেন তোমাদের জন্য মঙ্গল ও আশিসপূর্ণ দিবস আগমণ করে।

(কিশতি নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ৮৩-৮৪)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

"হে আদম সন্তান! তুমি তোমার ধনভাণ্ডার আমার কাছে গচ্ছিত রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও; এতে আগুন লাগারও আশঙ্কা নেই, পানিতে তলিয়ে যাবারও শঙ্কা নেই আর কোনো চোরের চুরি করারও ভয় নেই। আমার কাছে গচ্ছিত ধনভাণ্ডার আমি তোমাকে সেদিন সম্পূর্ণরূপে ফেরত প্রদান করব যেদিন তুমি এর সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী থাকবে"।

একজন প্রকৃত মুমিন– যে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির সন্ধানে থাকে এবং পুণ্যেরসেই মান অর্জনের চেষ্টা করে থাকে বা চেষ্টা করা উচিত, যা তাকে খোদা তা'লার নৈকট্যভাজন করতে সক্ষম।

"বস্তুত ,খোদা তা'লার সন্তুষ্টি ততক্ষণ লাভ হতে পারে না, যা প্রকৃত আনন্দলাভের কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না সাময়িক কষ্ট সহন করা হয়।"

কল্যাণমণ্ডিত তারাই যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কষ্টের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না, কেননা স্থায়ী সুখ ও চিরস্থায়ী শান্তির জ্যোতি এই সাময়িক কষ্টের পরেই মুমিনরা লাভ করে থাকেন।"

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, 'প্রতিদিন প্রভাতে দু ইজন ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ্! দানশীল উদার ব্যক্তিকে অধিক দানে ধন্য করো এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণকারী আরো (মানুষ) সৃষ্টি করো। অপরজন বলেন, হে আল্লাহ্! (সম্পদ) কুক্ষিগত করে রাখে এমন কৃপণকে ধ্বংস করে দাও এবং তার ধনসম্পদ বিনষ্ট করে দাও'।

আঁ হযরত (সা.) বিভিন্ন সময়ে আর্থিক কুরবানী করার প্রতি অনেক বেশি আহ্বান জানিয়েছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছিলেন, সম্পদ আমি তোমাকে অবশ্যই দান করব আর আল্লাহ্ তা'লা সেই সম্পদ দান করছেন।

ওয়াকফে জাদীদের নতুন (৬৮তম) বছরের ঘোষণা

সারা বিশ্বের আহমদীদের জন্য দোয়া এবং বিশ্বের পরিস্থিতির জন্য দোয়ার জন্য দোয়ার আহ্বান।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৩রা জানুয়ারী, ২০২৫, এর জুমুআর খুতবা (৩ সুলাহ,, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ- (সূরা আলে ইমরান:৯৩)

এ আয়াতের অনুবাদ হলো, তোমরা যা কিছু ভালোবাস তা থেকে যতক্ষণ (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় না করবে তোমরা কখনো প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না। আর তোমরা যাই খরচ করো আল্লাহ্ নিশ্চয় সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

'বির্' উন্নত মানের পুণ্য এবং সবোৎকৃষ্ট সৎকর্মকে বলা হয়। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, পরিপূর্ণ পুণ্য তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলোকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে কুরবানী না করবে এবং সেগুলোকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় না করবে।অতএব, একজন প্রকৃত মুমিন– যে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির সন্ধানে থাকে এবং পুণ্যের সেই মান অর্জনের চেষ্টা করে থাকে বা চেষ্টা করা উচিত, যা তাকে খোদা তা'লার নৈকট্যভাজন করতে সক্ষম।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিবিধ আঙ্গিকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সৎকর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লার পথে সম্পদ ব্যয় করাকেও পুণ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ আয়াতেও আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করাকে অনেক বড়ো পুণ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে আর (আল্লাহ্) বলেন, যে সম্পদ বা যে বস্তুকে তোমরা ভালোবাসো– তা যদি খোদা তা'লার পথে ব্যয় করো তাহলে এটি বড়ো পুণ্য গণ্য হবে। আল্লাহ্ তা'লা নিঃসন্দেহে প্রতিটি পুণ্যের প্রতিদান দিয়ে থাকেন যা তঁ ার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে; কিন্তু মানুষ যেহেতু ধনসম্পদকে ভালোবাসে, তাই এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। তাই আল্লাহ্ তা'লা ঈমান এবং প্রকৃত পুণ্য ও কুরবানীর মানদণ্ড সেই (জিনিসের) কুরবানীকে নির্ধারণ করেছেন যা তুমি পছন্দ করো। যেমনটি বলেছেন, প্রকৃত পুণ্য হলো, তুমি সেই জিনিস আল্লাহ্‌র পথে দান করো যা তুমি ভালোবাসো, আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের খাতিরে তা উৎসর্গ করে দাও।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে অনেক স্থানে ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করেছেন। যেমন, একস্থানে তিনি (আ.) বলেন, 'সম্পদের প্রতি ভালোবাসা থাকা উচিত নয়'; [এটি অনেক কঠিন একটি কাজ, বিশেষতঃ বর্তমান যুগে]। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ তোমরা কখনো প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ তোমরা সেসব বস্তুর মধ্য হতে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় না করো যা তোমরা ভালোবাসো'।

মহানবী (সা.)–এর যুগের সাথে যদি বর্তমান যুগের তুলনা করা হয় তাহলে এই যুগের অবস্থা দেখে আক্ষেপ হয়! কেননা জীবনের চেয়ে প্রিয় কোনো বস্তু নাই। সে যুগে আল্লাহ্ তা'লার পথে প্রাণ–ই বিসর্জন দিতে হতো। তিনি (আ.) বলেন, তোমাদের মতো তাদেরও স্ত্রী–সন্তানাদি ছিল। নিজ প্রাণ প্রত্যেকের কাছেই প্রিয় হয়ে থাকে, কিন্তু তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র পথে (জীবন) বিসর্জন দেওয়ার সুযোগ সন্ধান করতেন।"

এরপর তিনি (আ.) বলেন, অকেজো ও মূল্যহীন জিনিস দান করে কোনো মানুষ পুণ্য করার দাবি করতে পারে না। পুণ্যের দ্বার সংকীর্ণ। কাজেই এ বিষয়টি মন–মস্তিষ্কে গেঁথেনাও যে, অকেজো জিনিস দান করে কেউ এতে প্রবেশ করতে পারে না, কেননা (আল্লাহ্ তা'লার) সুস্পষ্ট আয়াত রয়েছে, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ । যতক্ষণ পর্যন্ত প্রিয় থেকে প্রিয়তর এবং সবচেয়ে পছন্দের জিনিস ব্যয় না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রিয়ভাজন ও স্নেহাস্পদ হওয়ার মর্যাদা লাভ হতে পারে না। যদি কষ্ট করতে না চাও এবং প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে না চাও তাহলে কীভাবে সফল হবে ও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবে? সাহাবীরা যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন– কিছু না করেই কি তা লাভ করেছেন? জাগতিক বিভিন্ন উপাধি লাভ করার জন্য (মানুষকে) কী পরিমাণ ব্যয় করতে হয় ও কষ্টক্লেশ সহ্য করতে হয়, তারপরে গিয়ে একটি সামান্য উপাধি লাভ করে যা দ্বারা মনের তৃপ্তি ও আন্তরিক প্রশান্তিও লাভ হতে পারে না। তাই চিন্তা করে দেখো, 'রাযিআল্লাহু আনহুম' উপাধি যা মনের তৃপ্তি করে, অন্তরের প্রশান্তি এবং মহাসম্মানিত প্রভুর সন্তুষ্টির চিহ্ন– তা কি এত সহজেই অর্জিত হয়েছে?

তিনি (আ.) বলেন, "আসল কথা হলো, খোদা তা'লার সন্তুষ্টি যা সত্যিকার আনন্দের কারণ তা ততক্ষণ পর্যন্ত লাভ হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সাময়িক দুঃখকষ্ট সহ্য না করা হবে।"

তিনি (আ.) বলেন, "খোদাকে ধোঁকা দেওয়া যায় না। কল্যাণমণ্ডিত তারাই যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কষ্টের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না, কেননা স্থায়ী সুখ ও চিরস্থায়ী শান্তির জ্যোতি এই সাময়িক কষ্টের পরেই মুমিনরা লাভ করে থাকেন।"

[তফসীর হযরত মসীহ মওউদ (আ.), ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৭-১৭৮]

আরেক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, পৃথিবীতে মানুষ সম্পদকে অনেক বেশি ভালোবাসে। এজন্যই স্বপ্নের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে লেখা আছে, কেউ যদি স্বপ্নে দেখে, সে নিজ কলিজা বের করে কাউকে দিয়ে দিয়েছে- তাহলে এর অর্থ হচ্ছে ধনসম্পদ। এ কারণেই সত্যিকার তাকওয়া ও ঈমান লাভের বিষয়ে বলেছেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ। তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ তোমরা প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তু ব্যয় না করবে। কেননা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং সদাচরণ ধনসম্পদের একটি বড়ো অংশ ব্যয় করার দাবি রাখে। মানুষ ও আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এমন একটি বিষয় যা ঈমানের দ্বিতীয় অংশ যা ব্যতিরেকে ঈমান সম্পূর্ণ ও দৃঢ় হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ত্যাগ স্বীকার না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কীভাবে অন্যের উপকার করতে পারে? (উপকার করতে হলে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।) অন্যের উপকার সাধন এবং সহমর্মিতার জন্য ত্যাগস্বীকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর এই আয়াতে لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ এই ত্যাগের শিক্ষা ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অতএব, আল্লাহ্‌র রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করাও মানুষের জন্য সৌভাগ্য এবং খোদাভীতির মানদণ্ড ও মাপকাঠি।"

তিনি (আ.) বলেন, "আবু বকর (রা.)-র জীবনে খোদা তা'লার রাস্তায় নিবেদিত হওয়ার মান ও পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য করুন। মহানবী (সা.) কোনো প্রয়োজনের (নিরিখে কুরবানী করার) কথা বললে তিনি তার বাড়ির সকল জিনিসপত্র নিয়ে উপস্থিত হন, ঘরের সবকিছু নিয়ে উপস্থিত হন।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৫-৯৬)

এরপর তিনি (আ.) উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, 'সম্পদকে ভালোবেসো না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ অর্থাৎ তোমরা বির্ তথা সেই প্রকৃত পুণ্য ও সত্যিকার সৎকর্ম করতে পারবে না যতক্ষণ তোমরা সেই সম্পদ ব্যয় না করবে যা তোমাদের নিকট প্রিয়।"

[তফসীর হযরত মসীহ মওউদ (আ.), ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮০]

যেমনটি আমি পূর্বে বলেছি, প্রথমত 'বির্' সেই পুণ্যকে বলা হয় যা উচ্চাঙ্গের এবং পরিপূর্ণ পুণ্য। অতএব, এটি হলো সেই রহস্য যাকে আজ আহমদীয়া জামা'তের সদস্যরা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছে আর এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তরবিয়তেরই ফসল যে, আজ পর্যন্ত আমরা এই কুরবানীর উন্নত মান অবলোকন করে যাচ্ছি;সেই মান যা সাহাবীরা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এবং যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে তাঁর নৈকটভাজনরা আর তাঁর সাহাবীরা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এরপর প্রতিটি খিলাফতের যুগে আমরা এসব কুরবানী প্রত্যক্ষ করছি এবং আজ পর্যন্ত আমরা এই কুরবানীর ধারাই দেখতে পাচ্ছি।

মহানবী (সা.) বহুবার আর্থিক কুরবানীর আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর সাহাবীরা এর গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন এবং এর ওপর অনেক বেশি আমল করেছেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, 'মহানবী (সা.) বলেছেন, দুই ব্যক্তি ব্যতীত আর কারো প্রতি ঈর্ষা করা উচিত নয়। প্রথমত সে, যাকে আল্লাহ্ তা'লা ধনসম্পদ দান করেছেন এবং সেগুলো সে সত্যের পথে ব্যয় করেছে। দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তা'লা বিবেকবুদ্ধি, বিচক্ষণতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে (ন্যায়) মীমাংসা করে এবং মানুষকে শিক্ষা দেয়।'

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস-৭৩)

অতএব, এটি সেই মান- যা মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের অর্জন করার উপদেশ দেন এবং তা অর্জিত হয়েছে। হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, মহানবী (সা.) যখন সদকা প্রদানের নির্দেশ দিতেন তখন আমাদের মধ্য হতে কেউ বাজারে চলে যেত, সেখানে গিয়ে কায়িক পরিশ্রম করত এবং পারিশ্রমিক হিসেবে সে এক 'মুদ' শস্য ইত্যাদি পেত; [এই 'মুদ' একটি পরিমাপের নাম যা কয়েক সের এর সমপরিমাণ;) বা যে জিনিসই পেত- সে তা সদকা হিসেবে দিয়ে দিত। চেষ্টা এটাই হতো, মহানবী (সা.) যে তাহরীক করেছেন আমাদেরকে তাতে অংশ নিতে হবে এবং উপার্জন করে অংশগ্রহণ করতে হবে। এমন নয় যে, কারো কাছ থেকে নিয়ে অংশগ্রহণ করবে, বরং শ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করে অংশগ্রহণ করতে হবে। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের মধ্য হতে এখন কারো কারো অবস্থা হলো, এসব কুরবানীর এতো প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে দিয়েছেন যে, এখন তারা কয়েক লক্ষ দিরহামের মালিক। যারা কায়িক পরিশ্রম করে চাঁদা প্রদান করতেন তারাই এখন লাখ লাখ টাকার মালিক।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস-১৪১৬)

এটি হলো কুরবানীর কল্যাণ। অতএব, এটিই সেই রহস্য যা মহানবী (সা.) আমাদেরকেও অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছেন। এটিই সেই বিষয়, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন, অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করো আর তা থেকে ব্যয় করো যা তোমরা ভালোবাসো। রেওয়ায়েতে এটিও রয়েছে, মহানবী (সা.) কখনো কখনো চাঁদার আহ্বান জানালে সাহাবীরা বাড়িতে যা-ই থাকত নিয়ে আসতেন এবং সেখানে বিভিন্ন জিনিসপত্রের স্তূপ হয়ে যেত।

জামা'তের প্রয়োজন পূরণের জন্য চাঁদার প্রয়োজন দেখা দেয়, অর্থসম্পদ ও জিনিসপত্রের প্রয়োজন পড়ে। নবীদের (অনুসারী) জামা'ত এটি সবসময় অনুধাবন করেছে এবং নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী তারা যথাসাধ্য কুরবানী করেছেন।

আর্থিক কুরবানীর কল্যাণরাজি সম্পর্কে মহানবী (সা.) একস্থানে তাঁর শ্যালিকা হযরত আসমা (রা.)-কে এই উপদেশ দেন, 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় গুণে গুণে ব্যয় কোরো না, নতুবা আল্লাহ্ তা'লাও তোমাকে গুণে গুণে দেবেন। নিজের টাকার থলের মুখ বন্ধ করে কৃপণের মতো বসে থেকো না, নয়তো সেটির মুখ বন্ধই রাখা হবে'। তিনি (সা.) বলেন, 'সাধ্যানুযায়ী মুক্ত হস্তে ব্যয় করো এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রাখো, (তাহলে) আল্লাহ্ দিতেই থাকবেন'। (সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস-১৪৩৩)

তিনি (সা.) একবার বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, 'প্রতিদিন প্রভাতে দু ইজন ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ্! দানশীল উদার ব্যক্তিকে অধিক দানে ধন্য করো এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণকারী আরো (মানুষ) সৃষ্টি করো। অপরজন বলেন, হে আল্লাহ্! (সম্পদ) কুক্ষিগত করে রাখে এমন কৃপণকে ধ্বংস করে দাও এবং তার ধনসম্পদ বিনষ্ট করে দাও'।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস-১৪৪২)

যাহোক, এ রহস্য বর্তমানে আহমদীরাই জানেন। আহমদীয়াতের ইতিহাসে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং প্রতিদিনই তা বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয়কারী, দানশীল ব্যক্তির গুরুত্ব কী?

এক ব্যক্তি লিখেছেন যে, আমার কাছে কেবল যৎসামান্য অর্থ ছিল আর সেই অর্থ দিয়ে আমার ব্যাবসা করার ইচ্ছা ছিল; কোনো প্র য়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করার ছিল। অবস্থা বড়ই প্রতিকূল ছিল আর আমি বুঝতে পারছিলাম না, ব্যাবসা করতে পারব কি না। আমার পিতা আমাকে বলেন, যত টাকা আছে তা তুমি চাঁদা হিসেবে দিয়ে দাও, আল্লাহ্ তা'লার জন্য কুরবানী করে দাও। অতএব আমি পুরোটা চাঁদা খাতে দিয়ে দিই। আর আল্লাহ্ তা'লা যে উপকরণ সৃষ্টি করেন তা হলো, এমন একটি কাজ পাই যার সুবাদে আমার কয়েকগুণ বেশি অর্থ লাভ হয় আর এরপর আমি সেই ব্যাবসা আরম্ভ করে দিই। এতে আল্লাহ্ তা'লা এত বরকত দান করেন যে, প্রচুর সম্পদ আসতে থাকে।

অতএব এসব অভিজ্ঞতা আল্লাহ্ তা'লা এ যুগেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারী তথা তাঁর সেবকদেরকে তাদের ঈমানের উন্নতির জন্য দান করতে থাকেন।

মহানবী (সা.) বিভিন্ন সময়ে আর্থিক কুরবানীর জন্য অনেক বেশি আহ্বান করেছেন।

হযরত হাসান (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন; [এটি হাদীসে কুদসী অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার বরাতে তিনি (সা.) বলেন,] আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "হে আদম সন্তান! তুমি তোমার ধনভাণ্ডার আমার কাছে গচ্ছিত রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও; এতে আগুন লাগারও আশঙ্কা নেই, পানিতে তলিয়ে যাবারও শঙ্কা নেই আর কোনো চোরের চুরি করারও ভয় নেই। আমার কাছে গচ্ছিত ধনভাণ্ডার আমি তোমাকে সেদিন সম্পূর্ণরূপে ফেরত

যুগ ইমামের বাণী

শাহাদতের প্রাথমিক ধাপ হল খোদার পথে অবিচল ও অটল থাকা। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৩)

দোয়াপ্রার্থী: Late Younus Gazi From-Raju Gazi
Sb. Ghutiari Shareef, 24 PGS (s)

প্রদান করব যেদিন তুমি এর সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী থাকবে"। অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী জীবনে যখন মানুষ কিছুই জানে না যে, তার সাথে কী ব্যবহার করা হবে, তার নিজের পুণ্য সম্পর্কে জানা থাকে না– আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সেই সময় তোমার যেসব কুরবানী রয়েছে আমি তোমাকে সেগুলোর প্রতিদান প্রদান করব এবং এর মাধ্যমে তোমার ক্ষমার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

(আল জামিউ লি শুবিল ঈমান, লিলবাইহাকি, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৫, হাদীস-৩০৭১) এটি হলো সেই ব্যাবসা যা আল্লাহ্ তা'লা এক মুমিনের সাথে করে থাকেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, "আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি, কৃপণতা এবং ঈমান এক হৃদয়ে একত্রিত হতে পারে না। যে ব্যক্তি স্বচ্ছ হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে শুধুমাত্র সেই সম্পদকে নিজের ধনভাণ্ডার মনে করে না যা তার সিন্দুকে জমা থাকে; বরং সে আল্লাহ্ তা'লার সমস্ত ধনভাণ্ডারকে নিজের ধনভাণ্ডার বলে মনে করে আর ব্যয়কুণ্ঠতা তার কাছ থেকে সেভাবে দূর হয়ে যায়, অর্থাৎ কৃপণতা এমনভাবে তার কাছ থেকে দূর হয়ে যায় যেভাবে আলোর মাধ্যমে অন্ধকার দূর হয়ে যায়।" (মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৯৮)

এরপর তিনি বলেন, জাতির লোকদের উচিত সম্ভাব্য সকল উপায়ে এই জামা'তের সেবা করা। আর্থিকভাবেও সেবা করার ক্ষেত্রে অলসতা দেখানো উচিত নয়। লক্ষ্য করে দেখো! পৃথিবীতে কোনো সংগঠন বিনা চাঁদায় চলতে পারে না। মহানবী (সা.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) সহ সকল রসূলের যুগে চাঁদা একত্রিত করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের জামা'তের লোকদেরও এই বিষয়টি স্মরণ রাখা আবশ্যক। যদি তারা নিয়মিত এক পয়সা করেও প্রতি বছর চাঁদা প্রদান করে তাহলে অনেক কিছু হতে পারে।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৮-৩৯)

এ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র আদর্শ কেমন ছিল– দেখুন।হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর (আ.) উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য ত্যাগ স্বীকারের ক্ষেত্রে তার আদর্শ কত অসাধারণ ছিল!

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সম্পর্কে লিখেছেন, "আমি যদি অনুমতি দিতাম তাহলে তিনি সব কিছু এ পথে উৎসর্গ করে তাঁর আত্মিক সাহচর্যের ন্যায় দৈহিক সাহচর্য ও সব সময় সাথে থাকার দায়িত্ব পালন করতেন।" অতঃপর তিনি (আ.) লেখেন, "দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর কতক চিঠির কিছু লাইন আমি উপস্থাপন করছি।" তিনি অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে লেখেন, "আমি আপনার জন্য নিবেদিত। আমার যা কিছু আছে তা আমার নয়, আপনার। হযরত পীর ও মুরশিদ! আমি পরম সততার সাথে নিবেদন করছি, আমার যাবতীয় সহায়-সম্পত্তি যদি ধর্মীয় প্রচারকার্যে ব্যয় হয়ে যায় তবে আমি সার্থক। যদি বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকের ক্রেতাগণ মুদ্রণ বিলম্বের কারণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকেন, অর্থাৎ যদি ক্রেতা সংকটের কারণে অথবা তাদের অর্থ না দেওয়ার কারণে পুস্তক প্রকাশনায় কোনো প্রতিবন্ধকতা হয়ে থাকে, তবে আমাকে সদয় অনুমতি দান করুন যেন আমি এই সামান্য সেবাটুকু করতে পারি।" অর্থাৎ আমি এর সমুদয় মূল্য আমার নিজের পক্ষ থেকে পরিশোধ করতে চাই এবং আয়ের পুরোটাই আপনাকে দিয়ে দিতে প্রস্তুত। একান্ত বেদনার সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ(আ.)-কে তিনি বলেন, "এ আমার সৌভাগ্য বরং আমার বাসনা হলো, বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তক প্রকাশনার যাবতীয় ব্যয়ভার আমার ওপর ন্যস্ত করা হোক।"

(ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫-৩৬)

এটি ছিল হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র কুরবানীর মান।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দেন তখন অসংখ্য দরিদ্র লোক যৎসামান্য অর্থ চাঁদা খাতে আদায় আরম্ভ করে। কেউ মুরগি নিয়ে আসে, কেউ বা মুরগির ডিম নিয়ে আসে আর বলে, আমাদের কাছে যা কিছু ছিল তা আমরা উপস্থাপন করছি। সে যুগেও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) দরিদ্রদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার পাশাপাশি কতিপয় প্রবীণ বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করতেন।

এ প্রসঙ্গেই তিনি হযরত ডাক্তার খলীফা রশিদ উদ্দীন সাহেবের দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করেন, যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র প্র থম স্ত্রী অর্থাৎ হযরত উম্মে নাসের (রা.)-র পিতা ছিলেন। সেসূত্রে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-র নানা ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লেখেন, ডাক্তার খলীফা রশিদ উদ্দীন সাহেব এক বন্ধুর কাছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির কথা শোনামাত্রই বলেন, এত বড়ো দাবিদার মিথ্যাবাদী হতে পারে না। অর্থাৎ আমার অন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজনই নেই;এই দাবিই এত বড়ো যে, আমার আর কোনো দলিল শোনার প্রয়োজন নেই। আমি স্বীকার করছি, তিনিই মসীহ্ মওউদ; আর তিনি (রা.) স্ব ল্প সময়ের ভেতর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার নাম নিজের বারোজন শিষ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন আর তার আর্থিক কুরবানী এত উচ্চ মানে উপনীত ছিল যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁকে লিখিত সনদ দিয়েছিলেন, আপনি জামা'তের জন্য এত পরিমাণ আর্থি ক কুরবানী করেছেন যে, ভবিষ্যতে আপনার আর কুরবানী করার প্রয়োজন নেই। যদিও তার কুরবানী করা অব্যাহত ছিল, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এভাবে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লেখেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেই যুগের কথা আমার মনে আছে যখন গুরুদাসপুরে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলছিল আর এর জন্য তাঁর (আ.) অর্থের প্রয়োজন ছিল। হযরত সাহেব বন্ধুদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, যেহেতু ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, দুটি স্থানে লঙ্গারখানা চলছে, একটি কাদিয়ানে আর অন্যটি এখানে গুরুদাসপুরে; [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপস্থিতির কারণে সেখানেও লোকজন আসত, তাদেরকে খাবারও পরিবেশন করা হতো;] এছাড়া মামলা পরিচালনায়ও অর্থ ব্যয় হচ্ছে। তাই বন্ধুগণ! আর্থিক সহায়তার প্রতি মনোযোগী হোন। অর্থাৎ ব্যয়ভার মেটানোর জন্য চাঁদা দিন। হযরত সাহেবের এই আহ্বান যখন ডাক্তার সাহেবের কর্ণ গোচর হয় তখন ঘটনাচক্রে সেই দিনই তিনি প্রায় সাড়ে চারশ রুপি বেতন পান যা সেই যুগে অনেক বড়ো অঙ্ক ছিল। তিনি সম্পূর্ণ বেতন তখনই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে প্রেরণ করেন। এক বন্ধু ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি ঘরের প্রয়োজনে কিছু রেখে দিন। তখন তিনি অর্থাৎ ডাক্তার সাহেব বলেন, খোদার মসীহ্ লিখেছেন, ধর্মে র জন্য (অর্থের) প্রয়োজন; তাহলে আমি কার জন্য অর্থ রাখব? মোটকথা ডাক্তার সাহেব ধর্মের জন্য কুরবানীর ক্ষেত্রে এতটা অগ্রসর ছিলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন আর তাঁকে বলতে হয়, এখন আর আপনার কুরবানী করার প্রয়োজন নেই।"

(জলসা সালানার বক্তব্য, ১৯২৬, আনোয়ারুল উলুম, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪০৩)

সুতরাং এগুলো সেসব দৃষ্টান্ত যা পুরোনো যুগের সাহাবীরা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীরা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সকল খিলাফতের যুগে এসব দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেরই আরো দুই-একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। কাদিয়ানে হিজরতকারী হযরত সূফী নবী বখশ সাহেব বলেন, আমি একবার সালানা জলসায় যোগ দিই আর নিবেদন করি, আমি একান্তে বা আলাদাভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে কিছু নিবেদন করতে চাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, ভেতরে চলে এসো। তিনি বলেন, ঘটনাক্রমে সেই জানালা খোলা ছিল, অর্থাৎ যেই দরজা দিয়ে তিনি ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন সেটি খোলা ছিল, আর আমার সাথে আরো কতিপয় বন্ধু ভেতরে চলে আসেন। আমি নিবেদন করি, (আমার) পিতা বলেন, আমরা ছেলেকে ভালো ও উন্নত পড়ালেখা শিখিয়েছি। কিন্তু চাকরি হবার পর থেকে সে আমাদের কোনো সেবা করে নি। অর্থাৎ পিতার অভিযোগ হলো, ছেলেকে এতো ভালো শিক্ষাদীক্ষা দিলাম অথচ আমাদের কোনো সেবা সে করছে না। আর্থিক সাহায্য করা উচিত, কিন্তু তা করে না। তিনি বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিবেদন করি যে, পিতা এই কথা বলেন, ভালো পড়ালেখা করালাম অথচ কোনো সেবা করছে না; আর (আমার) স্ত্রী বলে যে, ভালোই আহমদী হয়েছে! আমার কাছে যে গহনা ছিল সেটাও বিক্রি হয়ে গেছে! প্রতিটি জিনিস গিয়ে চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেয়। [হয়ত ঘর চালানোর জন্য তাকে গহনা বিক্রি

যুগ খলীফার বাণী

কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটিই পথ- আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নতজানু হও। (খুতবা, জুমআ, ১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: **Late Shohrae Alam & Alia Bibi From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)**

যুগ ইমামের বাণী

জ্ঞান বলতে যুক্তি কিম্বা দর্শনশাস্ত্রকে বোঝানো হয় না, বরং প্রকৃত জ্ঞান সেটাই যা আল্লাহ তা'লা (মানুষকে) কেবল নিজ কৃপাগুণে দান করেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Late Haji Ansar From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)**

করতে হয়েছে অথবা প্রয়োজনের সময় এমন কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে থাকবে যার কারণে গহনা বিক্রি করতে হয়েছে।এ বিষয়ে স্ত্রীর অভিযোগ ছিল।] তিনি বলেন, বাবাও অভিযোগ করে আর স্ত্রীরও অভিযোগ রয়েছে। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে তিনি নিবেদন করেন,এখন আমি কাদিয়ানে এসেছি; এখানকার দৃশ্য আমি দেখছি যে, এই জামা'তের সেবা করার জন্য আপনার শিষ্যরা হাজার হাজার রুপি কুরবানী করছে। আপনি দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দ্বিগুণ তিনগুণ বেতন প্রদান করেন আর আমি আপনার সেবা করতে পারি। অর্থাৎ সেই সমস্ত অভিযোগের উল্লেখ করে তিনি বলেন, মানুষের দৃষ্টান্ত দেখে আমার অন্তরে এর চেয়ে অধিক দান করার বাসনা জাগে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন, তিনি অন্য দেশে চাকরি পেয়ে যান আর বেতনও বৃদ্ধি পায় আর তিনি আর্থিক সাহায্যও করেছেন এবং নিজ পরিবারেরও সাহায্য করেছেন।

[সূত্রঃ রেজিস্ট্রার রেওয়াইয়ত সাহাবা (অপ্রকাশিত) রেজিস্ট্রার নম্বর-১৫, পৃঃ ১০৫, রেওয়ায়েত হযরত সুফি নবী বখশ সাহেব]

সেসব পুণ্যবান মানুষ যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্রকরণ শক্তির মাধ্যমে কল্যাণে সে-যুগে বিরাজমান জাগতিকতার মোহ ছিন্ন করে কুরবানী করছিলেন আর আজও এসব দৃষ্টান্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, যখন বর্তমান যুগে জাগতিকতা আরো বেশি প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাসত্ত্বেও খোদা তা'লার পথে তারা কুরবানী করে থাকে। আজও আমরা কতক দরিদ্র মানুষের কুরবানীর দৃষ্টান্ত দেখতে পাই; আফ্রিকার কিছু মানুষ নিজেদের ঘটনা লিখে পাঠায়। কিন্তু আমি প্রথমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের দরিদ্র ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

হযরত কাজী কমরুদ্দীন সাহেব (রা.) সাঁঈ দেওয়ান শাহ সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, আমিও মাঝে মাঝে সাঁঈ সাহেবের কাছে জিজ্ঞেস করতাম,আপনার কাদিয়ান যাবার কি বিশেষ কোনো কারণ আছে? তিনি অনেক বেশি কাদিয়ান যেতেন। যেখানে তার গ্রাম ছিল, সাঁঈ সাহেব সেই গ্রাম হয়ে তবেই যেতেন। কাজী সাহেবের গ্রাম হয়ে যেতেন আর সেখানেই রাত্রিযাপন করতেন। তিনি (রা.) বলেন, সাঁঈ দেওয়ান শাহ নারোয়ালের অধিবাসী ছিলেন আর পায়ে হেঁটে কাদিয়ান যেতেন। এই সফর ছিল বেশ দীর্ঘ;এই পথ সফর করে তিনি যেতেন অর্থাৎ নারওয়াল থেকে কাদিয়ান পর্যন্ত যেতেন। তিনি (রা.) বলেন, সবচেয়ে ছোটো রাস্তা নিলেও দূরত্ব প্রায় একশ মাইল পথ ছিল যা তিনি পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতেন। তিনি সাঁঈ সাহেবকে বলেন, আপনি কি কোনো বিশেষ কারণে কাদিয়ান যাচ্ছেন নাকি কেবল [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে] সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন? জবাবে সাঁঈ সাহেব বলেন, আমি দরিদ্র মানুষ। প্রথমত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে দেখা করার আগ্রহে যাই। দ্বিতীয়ত, আমি দরিদ্র মানুষ যার কারণে অন্যরা অর্থাৎ ধনীরা যেভাবে শত-সহস্র রুপি চাঁদা দেয় সেভাবে আমি দিতে পারি না। কাদিয়ান যাই যেন মেহমানখানার চৌকি বানাতে পারি আর এভাবে আমার ওপর থেকে চাঁদার দায়ভার নেমে যায়। অর্থাৎ বিনামূল্যে চৌকি বানাব আর এভাবে চাঁদার বোঝা নেমে যাবে।

[সূত্রঃ রেজিস্ট্রার রেওয়াইয়ত সাহাবা (অপ্রকাশিত) রেজিস্ট্রার নম্বর-২, পৃঃ ৯৬, রেওয়ায়েত হযরত কাযি কমরুদ্দীন সাহেব]

চাঁদা না দেওয়ার কারণে আমার যে মনোকষ্ট রয়েছে, সেই বোঝা হালকা হয়ে যাবে। চৌকি বানানোর মাধ্যমে আমি প্রশান্তি পাই। অতএব, যখন আমি অতিথিশালার চৌকি বানাই তখন আমার এই ভেবে প্রবোধ লাভ হয় যে, এই কাজ করে দেওয়াই আমার চাঁদা দেওয়ার বিকল্প।

অতএব সে-যুগে গরীব লোকদের হৃদয়ে এমন প্রেরণা ছিল। এই যুগেও আমরা দেখছি, আল্লাহ্ তা'লা আশ্চর্যজনকভাবে মানুষের হৃদয়ে এই মানের প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন। দূর-দূরান্তের দেশসমূহে বসবাসকারী মানুষ, যারা মাত্র কয়েক বছর পূর্বে আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে পেরেছে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাদের মাঝে আর্থিক কুরবানী করার আগ্রহ বিস্ময়কর। চৌদ্দশ বছর পূর্বের আবেগ তাদের মাঝে আমরা দেখতে পাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ যুগে যাদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, তাদের প্রেরণা ও চেতনা আমরা দেখতে পাই। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মাঝে এই প্রেরণা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করার কল্যাণে নব ঈমানী চেতনার ফল এটি।

মার্শাল আইল্যান্ডের মোবাল্লেগ সাহেব লেখেন, লাদরি আইযাক সাহেবা নামক একজন নিষ্ঠাবান কর্মী জামা'তের লঙ্গর চালানোর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন যেখানে প্রতিদিন দুই বেলার খাবার প্রস্তুত করা হয়। তিনি নিয়মিত আসেন, রান্না করেন এবং জামা'তের সেবা করেন। কিন্তু যখনই তিনি মাসিক ভাতা পান তখনি সর্বপ্র থম তিনি নিজের এবং নিজের পাঁচ নাতি-নাতনির নামে আর্থিক কুরবানী করেন। জামা'তের মাঝে তার ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা সব থেকে বেশি। মুরব্বী সাহেব বলেন, তার ঘর দেখে বুঝা যায় খুবই দরিদ্র পরিবার, কিন্তু তারা এমন পরিবার যাদেরকে দেখে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণময় সেই উক্তি মনে পড়ে যায় যে, 'খোদাভীরু মানুষ সেই প্রকৃত সুখ একটি কুঁড়ে ঘরেও লাভ করতে পারে যা জগতপূজারী, কামনাবাসনার মোহে আচ্ছন্ন লোকেরা সুউচ্চ অট্টালিকাতেও পায় না'।

একইভাবে লরিন সাহেবা সেখানকার অন্য এক ভদ্রমহিলা যিনি মার্শাল আইল্যান্ডজামা'তের লঙ্গারখানায় কাজ করেন। মুরব্বী সাহেব বলেন, আমি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার কথা স্মরণ করিয়ে বলি, বছর শেষ হয়ে যাচ্ছে আর আমাদের চাঁদা আগের বছর থেকে কম। এরপর জুমুআর নামায শেষে লরিন সাহেবা অফিসে আসেন আর ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা উপস্থাপন করেন যেন আমরা পূর্বের বছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারি কিংবা তার থেকে বেশি আদায় করতে পারি।

কাযাখিস্তান জামা'তের মোবাল্লেগ সাহেব আয়ান আব্রাইফ সাহেবের চাঁদা প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, আয়ান সাহেব বলেন, আমি আমার জীবনে এমন সময়ও দেখেছি, যখন আমার কাছে রুটি কেনারও টাকা ছিল না। আমাকে পানাহারের সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ধার করতে হতো আর আমার স্ত্রী চিন্তায় থাকতেন যে, সামনে কীভাবে দিন অতিবাহিত হবে? তিনি বলেন, কিন্তু এই পরিস্থি তিতেও আমি চঁ াদা দেওয়া শুরু করি আর এখনও আমার রীতি হলো, যখনই আমার কাছে টাকা আসে সর্বপ্রথম আমি চাঁদা প্রদান করি। তবে আমার প্রতি খোদা তা'লার বিস্ময়কর অনুগ্রহসুলভ ব্যবহার হলো, যখনই আমি চাঁদা প্রদান করি খোদা তা'লা এর চেয়ে উত্তম আর্থি ক উৎসের ব্যবস্থা করে দেন। আমার স্ত্রী কখনও কখনও আমাকে জিজ্ঞেস করেন, এই অর্থ কোথা থেকে এলো? তখন তাকে আমি এটিই বলি যে,এগুলো হলো চাঁদার কল্যাণ। আল্লাহ্ তা'লা কারো ঋণ রাখেন না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যখন তুমি আমার সন্তু ষ্টির জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে, তখন আমি তোমাকে দান করব, বাড়িয়ে দিবো, আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই ওয়াদা পূর্ণ করেন।

ক্যামেরুনের মারওয়া শহরের নিকটবর্তী একটি জামা'ত রয়েছে, সেখানে মুহাম্মদ ইউসুন সাহেব নামে একজন বন্ধু বলেন, আমি খুবই দরিদ্র ছিলাম, মানুষের খামারে কাজ করতাম। কিন্তু আহমদী হবার পর আমি চাঁদা দেওয়া শুরু করি এবং চাঁদার বরকতে আল্লাহ্ তা'লা শুধু আমার চাঁদা কবুলই করেন নি, বরং আমাকে এত পরিমাণ দান করেছেন যে, এখন আমার নিজস্ব খামার আছে। এই বিষয়টি আমাকে আশ্বস্ত করে যে, আল্লাহ্ তা'লা তা (কুরবানী) কবুল করেছেন, কেননা খোদা তা'লা আমাকে অগণিত পরিমানে দান করেছেনএবং আমাকে খামারের মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। একসময় আমি খামারে মজদুরী করতাম আর এখন আমি খামারের মালিক।

নাইজার একটি দরিদ্র জামা'ত। সেখানকার মুবাল্লেগ সাহেব লেখেন, একজন আহমদী লাওলী সাহেব। তিনি বলেন, আমি 'টাইগারনেট' চাষ করি; (যদিও) আমি মুখে বলি নি, আমি এর এক-দশমাংশ চাঁদা প্রদান করব, তবে মনে মনে (দেবার) সংকল্প করি। কিন্তু পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, ফসল লাগানোর পর প্র চুর বৃষ্টিপাত হয় আর ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়; [এই ফসলের জন্য বেশি পানি প্রয়োজন হয় না]। আশেপাশেযেসব প্রতিবেশি ছিল তাদের ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আর উৎপাদনও অনেক কম হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমার ফসলে এতটাই বরকত দান করেন যে, যেখানে মানুষ আমার থেকে বেশি জমিতে পাঁচ-ছয় ব্যাগ শস্য পেত, সেখানে আমি দশ ব্যাগ বা দশ বস্তা পাই, বরং আমার জমি থেকে এগারো বস্তাও (শস্য) পেতে থাকি। আর এমন পরিস্থিতিতে

যুগ ইমামের বাণী

কেবল মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Hasan Laskar From-Kutubuddin Laskar Sb. Banshra, 24 PGS (s)

যুগ ইমামের বাণী

যার মধ্যে ইসলামের সম্মানের জন্য আত্মাভিমান নেই, খোদা তা'লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের পরোয়া করেন না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Bibi & Jahanara Bibi From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (s)

যখন কিনা ফসল নষ্ট হয়ে যায় তখন দামও বেড়ে যায় এবং মানুষ বাজারে ফসল বিক্রি করে অধিক মুনাফা লাভ করতে পারে, কিন্তু তিনি অর্থের লোভ করেন নি। তিনি মনে মনে আল্লাহ্‌র নিকট অঙ্গীকার করেছিলেন এবং কাউকে বলেন নি, আর যেহেতু তিনি মনে মনে আল্লাহ্‌রসাথে অঙ্গীকার করেছিলেন সে জন্য আল্লাহ্‌র খাতিরে কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে যান এবং সেই একাদশ বস্তা যা তিনি জামা'তকে চাঁদা হিসেবে দিতে চেয়েছিলেন তা দিয়ে দেন এবং সম্পদের ভালোবাসা তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে নি। সুতরাং এরা সেসব ত্যাগীমানুষ যাদের আমরা আজও আহমদীয়া জামা'তে দেখতে পাই এবং প্রতিটি দেশে একই চিত্র বিদ্যমান।

গাম্বিয়ার একটি জামা'ত হলো ইউরোবাওয়েল। সেখানকার প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন,কোনো একটি উৎস থেকে তিনি কিছু টাকা পান যা তিনি দুই ভাগে ভাগ করেন। একটি অংশ চাঁদা আদায়ের জন্য রাখেন এবং অপরটি ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহের জন্য রেখে দেন। তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যবশত ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য যে অর্থ ছিল– তা হারিয়ে যায়। তখন তার কাছে শুধু চাঁদা আদায়ের জন্য আলাদা করে রাখা অর্থ অবশিষ্ট ছিল যা তিনি ব্যয় করতে পারতেন, কিন্তু প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিনি চাঁদার অর্থ ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করেন নি। তার ওপর সম্পদের মোহ প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে নি আর তিনি কোনো অজুহাতও তৈরি করেন নি যে, সেটি হারিয়ে গেছে, এজন্য এটি থেকে অর্ধেক ব্যয় করে ফেলি। তিনি বলেন, না; যে অর্থ আমি চাঁদা প্রদানের জন্য পৃথক করে রেখেছিলাম, সেটি আমি চাঁদা হিসেবে প্রদান করব; আর বলেন, তা আমি চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেই। আল্লাহ্ তা'লা কীরূপ ব্যবহার করেন (দেখুন), কিছুদিন পরেই সে হারানো অর্থ তিনি ফিরে পান আর তার চাহিদা পূর্ণ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় যখন চাহিদা থাকে তখন অর্থের মোহ আবশ্যিকভাবেই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু মানুষের পরম নিষ্ঠাপূর্ণ আচরণ দেখুন, আল্লাহ্ তা'লার সাথে যে অঙ্গীকার করেছেন তা আবশ্যিকভাবে পূর্ণ করবেন। এরপর আরেকটি ঘটনা রয়েছে যেখানে অর্থের প্রয়োজনীয়তা ও ভালোবাসা কুরবানীর ওপর প্রাধান্য পায় নি।

নাইজারের মারাভি অঞ্চলের একটি জামা'ত, সেখানকার আহমদ সানি সাহেব নামক ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায়কারী একজন ব্যক্তি প্রতি বছর নিয়মিতভাবে চাঁদা আদায় করেন। এ বছর সে অঞ্চলে বন্যার কারণে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল, এ কারণে লোকেরা বেশি চাঁদা আদায় করতে পারবে না। কিন্তু তিনি অর্থাৎ সানি সাহেব বলেন, নিঃসন্দেহে অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে ফসলাদি নষ্ট হয়েছিল; বন্যার কারণে ফসলাদি ভালো হয় নি, কিন্তু এ কারণে তিনি চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি রাখবেন না। পূর্বে যে পরিমাণ চাঁদা প্রদান করতেন তার চেয়ে বেশি প্রদান করেছেন।

প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে– এ সম্পর্কিত আরেকটি ঘটনা। নাইজারের একটি জামা'ত হচ্ছে ডিবসু। সেখানে অনাবৃষ্টির কারণে ফসলাদির ওপর খুব ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। [কোথাও অতিবৃষ্টি বা কোথাও অনাবৃষ্টি হচ্ছে,প্রাকৃতিক বিপর্যয় চলছে। আফ্রিকায় আমাদের বেশিরভাগ জামা'ত গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। এছাড়া বর্তমানে সেখানকার দেশগুলোর রাজনৈতিক চিত্রও অত্যন্ত মন্দ। দ্রব্যমূল্য গগনচুম্বী।]এ অবস্থা দেখে মোয়াল্লেম সাহেব বলেন, আমি চিন্তিত ছিলাম, এ সকল লোকদের নিকট তো অর্থ নেই, তারা চাঁদা কোথা থেকে দেবে? কিন্তু গ্রামবাসীদের যখন এ কথা বললাম যে, ওয়াকফে জাদীদের বছর এখন শেষ হচ্ছে, তখন সেখানকার শাফি' আংগু নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলেন, প্রতি বছর আমরা নিয়মিতভাবে চাঁদা প্রদান করে থাকি আর এমন কোনো বছর অতিক্রান্ত হয় নি যে বছর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের (এর বদৌলতে) বাড়িয়ে প্রদান করেন নি। চাঁদার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পুরস্কৃত করেন আর আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি হয়। অভাব থাকা সত্ত্বেও আমরা ভালোভাবে (জীবনধারণ করে) থাকি। তাই আমরা পিছপা হব না আর আমরা চাঁদা প্রদান করব, আর (এভাবে) তারা চাঁদা প্রদান করেন। এখানেও অভিন্ন কথা, অর্থের প্রতি ভালোবাসা তার ওপর প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয় নি।

তানজানিয়ার এক বন্ধু ইব্রাহিম সাহেব বলেন, যখন থেকে আমি চাঁদার কল্যাণ সম্পর্কে জানতে পারি তখন থেকে আমি মাসিক (আয়ের) একটি বিশেষ অংশ আর্থিক কুরবানীর জন্য নির্ধারণ করি। আর এর কল্যাণে আমার কাজে উন্নতি হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমার রিযক বৃদ্ধি করে দেন। তিনি বলেন, একবার মোয়াল্লেম সাহেব আমাকে চাঁদার বিষয়ে বলেন, আমার নিকট তখন কিছু অর্থ ছিল যা আমি একটি কাজের জন্য সঞ্চিত রেখেছিলাম। একটি ব্যাবসায়িক কাজের জন্য সে অর্থ জমিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু তাহরীক হওয়ামাত্রই আমি সে অর্থ চাঁদা হিসেবে প্রদান করি। আর পরবর্তী দিন যার নিকট থেকে আমার মালামাল ক্রয় করার কথা ছিল সে আমাকে ফোন করলে তাকে বললাম, আমার নিকট এখন টাকা নেই। এজন্য তোমার নিকট থেকে যে মালামাল ক্রয় করার কথা ছিল তা নিতে পারব না। এ কথা শুনে সেই বিক্রেতা আমাকে বলল, কোনো সমস্যা নেই। তুমি যে মালামাল ক্রয় করতে চেয়েছিলে তার অর্ধেক অর্থ তো পরিশোধ হয়ে গিয়েছে, আর বাকিটা তুমি পরে দিয়ে দিয়ো। তিনি বলেন, আমার জানা নেই, সেই অর্ধেক অর্থ কে, কোথা থেকে পরিশোধ করেছে। আজ পর্যন্ত এ রহস্য আমি উদ্‌ঘাটন করতে পারি নি। আল্লাহ্ তা'লা কখনো কখনো এমনভাবেও সাহায্য করেন যে, কেউ জানতেও পারে না। কিছু লোককে আল্লাহ্ তা'লা আর্থি ক কুরবানী করার ফলে চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

চেক রিপাবলিকের একজন স্থানীয় খাদেম বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আশ্চর্যজনকভাবে আর্থিক কুরবানীর দর্শন বুঝাচ্ছেন। আর্থিক কুরবানীর বদৌলতে আমি এক নতুন আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করেছি। আমি নিজের সঙ্গী শিক্ষার্থী দের দেখি, তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত; কিন্তু আমি খুবই শান্তিতে আছি। প্র ত্যেকে যেখানে অর্থ সঞ্চয় করতে ব্যস্ত সেখানে খোদার কৃপায় যে অর্থই আমার হাতে আসে সেটা আল্লাহ্‌র পথে কুরবান করে দেওয়া আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আমার বন্ধুরা বলে, এর কোনো উপকারিতা নেই। কিন্তু আমার খোদা সাক্ষী, আমার জীবন এর সাথে সম্পৃক্ত। আমি আমার পড়ালেখা অনুসারে চাকুরি খুঁজছিলাম। সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। খোদার অনুগ্রহে চাঁদার বরকতে সেটা দূর হয়েগেছে। বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল না, আল্লাহ্ তা'লা বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। পূর্বে আমার পকেট সব সময় শূন্য থাকতো, এখন আল্ল াহ্ তা'লার অনুগ্রহে আমার পকেট সব সময় পূর্ণ থাকে। চাঁদাও দিই কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অন্য কোনোভাবে সেটা পূরণ করে দেন।

ভারত থেকে একজন ইন্সপেক্টর লেখেন, একজন বন্ধু ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা খাতে চব্বিশ হাজার রুপিয়া দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। কয়েকদিন অবশিষ্ট ছিল। তিনি বললেন, আমার কাছে কিছু টাকা আছে, কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমাকে এই টাকা দিতে হবে। আমি তাকে বললাম, এটি ওয়াকফে জাদীদের বছরের শেষ সময়। আপনি নিজেই চিন্তা করেদেখুন, এখন দিবেন নাকি পরে দিবেন। তিনি বলেন, খোদার প্রতি ভরসা করে দিয়ে দিচ্ছি;আর ওই টাকা চাঁদা খাতে দিয়ে দিলেন। পরের দিন উক্ত ব্যক্তি ফোনে জানালেন, ব্যাবসার একটি বড়ো অংকের টাকা কোথাও আটকে ছিল, সেটি হঠাৎ পেয়ে গেলাম এবং পুরো টাকা তো পাওয়া যায় নি, কিন্তু এর মধ্য থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা হস্তগত হয়েছে। সেই ব্যক্তি কথা দিয়েছে, অবশিষ্ট টাকাও দ্রুত দিয়ে দেবেন। লক্ষ্য করুন! আল্লাহ্ তা'লা যেন তাকে বলছেন– তুমি আমার জন্য অর্থের মোহ পরিত্যাগ করছো এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজন অগ্রাহ্য করে জামা'তের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করছো; তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করছি। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা সাহায্য করেন।

আহমদীয়া জামা'তে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বিভিন্ন খাতে যেসমস্ত খরচাদি হচ্ছে (সে বিষয়ে) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, পৃথিবীতে কোনো নবী এমন অতিবাহিত হন নি যিনি জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে পরিচালনা করার জন্য আর্থিক কুরবানীর তাহরীক করেন নি। আহমদীয়া জামা'তকেও জামা'তের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন তাহরীক করতে হয়। তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পুরোটাই কেন্দ্রে চলে আসে। অন্য খাতের চ াঁ দা স্থানীয় দেশগুলোতেই ব্যয় হয়ে যায়। কিন্তু আফ্রিকার দেশসমূহের মানুষ এতটা স্বচ্ছল নয় ; যদিও তারা চাঁদা আদায় করে কিন্তু ব্যয়ভার অনেক বেশি। বিশ্বজুড়ে আমাদের বহু মিশন রয়েছে, মসজিদ রয়েছে। শুধু আফ্রিকাতে আজ পর্যন্ত সাত হাজার নয়শ ত্রিপ্পান্নটি মসজিদ রয়েছে। তিনশ ছয়টি মসজিদ নির্মাণাধীন রয়েছে। একইভাবে প্র ত্যেক বছর ডজন ডজন মসজিদের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়। আঠারোশ ষাটটি (১৮৬০) মিশন হাউস চলমান রয়েছে। কিছু ভাড়া নেওয়া হয়েছে, কিছু নিজস্ব। আমাদের প্রায় চারশজন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ সেখানে কাজ করছেন। দুই হাজারের বেশি মোয়াল্লেম কাজ করছেন।

এছাড়া কাদিয়ান রয়েছে, দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ রয়েছে, বিভিন্ন দ্বীপ রয়েছে যাদের কেন্দ্র থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হয়, তাদের আয়ে ব্যয়ভার নির্বাহ হয় না। বিভিন্ন মিশনের ব্যয় নির্বাহের জন্য, রানিং এক্সপেনডিচার (বা নিয়মিত ব্যয়) নির্বাহের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

অতিথিকে গৃহের দরজা পর্যন্ত গিয়ে বিদায় জানানোও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। (সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: **Late-Azima Khatun, From Mirza Enayetulla Sb Harhari, Murshidabad**

বইপুস্তক প্রচারের জন্য ব্যয়ভার রয়েছে। কখনো কখনো বইপুস্তক এখান থেকেও পাঠানো হয়, বড়ো আকারের পুস্তক বাদে অধিকাংশ পুস্তকাদি পাঠানো হয়। এগুলোর মাঝে অনেক পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। ছোটো ছোটোপুস্তক তো বিনামূল্যে দেওয়া হয়। কিছু বইপুস্তক সেখানেও প্রকাশিত হয়। এ সমস্ত অর্থ ব্যয় করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে দিয়ে যাচ্ছেন। কখনো কখনো অবিশ্বাস্য মনে হয়, এ বিস্তৃত কর্মকাণ্ড, এতো খরচ হচ্ছে, অথচ আয় স্বল্প! এখন তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা যদি একত্রও করা হয় যার পুরোটা কেন্দ্রে আসে, তা ত্রিশ-একত্রিশ মিলিয়ন পাউন্ড দাঁড়ায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে এই অংক একশ ছয়টি দেশের মিশনকে প্রদত্ত বাৎসরিক বরাদ্দের প্রায় সমান। এছাড়া বিভিন্ন জামেয়া রয়েছে যার ব্যয় নির্বাহের জন্য কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এমটিএ-র জন্যও কয়েক মিলিয়ন (পাউন্ড) ব্যয় হয়ে থাকে। এর পাশাপাশি কেন্দ্রের ব্যয়ও নির্বাহ করতে হয়। আল্লাহ্ তা'লা এ সকল ব্যয়ভার এমনভাবে পূরণ করছেন যা বোধগম্য নয় যে, কীভাবে নির্বাহের ব্যবস্থা করছেন।

কখনো কখনো চিন্তা হয়, এত বেশি খরচ কীভাবে নির্বাহ হবে? কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে সকল ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন, আর এতে কখনো ঘাটতি পড়তে দেন নি। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে এই মিশন চলমান রয়েছে, কাজ চলমান রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছিলেন, আমি তোমাকে অর্থসম্পদ প্রদান করব। আল্লাহ্ তা'লা সেই অর্থ জোগান দিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা জামা'তকে অর্থ সঠিকভাবে খরচ করার তৌফিক দিতে থাকুন, সঠিকভাবে ব্যয় করার তৌফিক দান করুন আর কখনো যেন এতে কোনো প্রকার অনিয়ম না হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তোমাদের জন্য এটি সম্ভব নয় যে, তোমরা সম্পদকেও ভালোবাসবে আবার খোদা তা'লাকেও (ভালোবাসবে)। কেবল একটিকে ভালোবাসতে পারো। সুতরাং সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে খোদাকে ভালোবাসে। তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ খোদাকে ভালোবেসে তাঁর পথে সম্পদ ব্যয় করে তবে আমি বিশ্বাস পোষণ করি, তার সম্পদে অন্যদের তুলনায় অধিক বরকত দান করা হবে। কেননা, সম্পদ নিজে থেকে আসে না বরং খোদার ইচ্ছায় এসে থাকে। অতএব যে ব্যক্তি খোদার জন্য সম্পদের একটি অংশ পরিত্যাগ করে সে নিশ্চিতভাবে তা লাভ করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সম্পদের প্রেমে মত্ত হয়ে যথাযথভাবে খোদার পথে সেবা করে না যা করা উচিত ছিল, তাহলে সে অবশ্যই সেই সম্পদ হারাবে। মনে কোরো না যে, সম্পদ তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে লাভ হয়, বরং তা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এসে থাকে। তোমরা সম্পদের কোনো অংশ দিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে কোনো সেবা করে খোদা তা'লা এবং তাঁর প্রেরিতের প্রতি কোনো অনুগ্রহ করছো- এমনটি মনে কোরো না। বরং এটি তাঁর অনুগ্রহ যে, তোমাদেরকে এই সেবার জন্য ডাকেন। আর আমি সত্য সত্যই বলছি, তোমরা সকলেই যদি আমাকে পরিত্যাগ করো এবং সেবা ও সাহায্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি একটি (নতুন) জাতি সৃষ্টি করবেন যারা তাঁ র সেবা করবে। তোমরা নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, এই কাজ স্বর্গীয় আর তোমাদের সেবা করা কেবল তোমাদের নিজেদের কল্যাণার্থে। সুতরাং এমন যেন না হয়, তোমরা মনে মনে গর্ববোধ করবে এবং এই ধারণা পোষণ করবে যে, আমরাই আর্থিক বা যে-কোনো প্রকার সেবা করে থাকি। আমি বারংবার তোমাদেরকে বলেছি, খোদা তোমাদের সেবার বিন্দু মাত্র মুখাপেক্ষী নন। তবে হ্যাঁ! তোমাদের প্রতি এটি তাঁর অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে সেবার সুযোগ দিয়েছেন।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৯৭-৪৯৮)

সুতরাং এটি হলো সেই উপলব্ধি ও চেতনা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামা'তের মাঝে সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আজ একশ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও এই চেতনা আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের মাঝে বিদ্যমান। যুবক শ্রেণীর মাঝেও, নবদীক্ষিতদের মাঝেও এটি বিদ্যমান আর তারা ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে।কীভাবে তারা এই চেতনাকে সমুন্নত রাখছে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সম্পদে বরকত দান করেন আর এর জন্য তারা সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যায়- এ সংক্রান্ত কিছু ঘটনা আমি উপস্থাপন করলাম। আল্লাহ্ তা'লা তাদের অর্থ ও জনসম্পদে সমৃদ্ধি দান করুন।

এরই সাথে আমি এ বছরের ওয়াকফে জাদীদের একটি প্রতিবেদনও উপস্থাপন করব যার মাধ্যমে বোঝা যায়, এ বছর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'ত কী ধরনের কুরবানী করেছে।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওয়াকফে জাদীদের ৬৭তম বছর শেষ হয়েছে ৩১ ডিসেম্বর তারিখে। আর নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামা'তের পক্ষ থেকে ১ কোটি ৩৬ লাখ ৮১ হাজার পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় চৌদ্দ মিলিয়ন পাউন্ড আর্থিক কুরবানী করা হয়েছে; (বাংলাদেশি টাকায়- দুইশ বিশ কোটি নয় লক্ষ পাঁচ হাজার দুইশ ষাট টাকা)। আদায়ের দিক থেকে এটি গত বছরের তুলনায় ৭ লাখ ৩৬ হাজার পাউন্ড বেশি, আলহামদুলিল্লাহ্। এরই সাথে আমি নতুন বছরেরও ঘোষণা করছি।

সামগ্রিক কুরবানী ও আদায়ের দিক থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেছে যুক্তরাজ্য। তাদের ও কানাডার মাঝে বেশ কঠিন প্রতিযোগিতা হয়েছে। কানাডাও কুরবানীতে অনেক এগিয়েছে, কিন্তু যুক্তরাজ্য থেকে তারা পিছিয়েই আছে। এরপর তৃতীয় স্থানে রয়েছে জার্মানি, চতুর্থ আমেরিকা, পঞ্চম ভারত, ষষ্ঠ অস্ট্রেলিয়া, সপ্তম মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ, অষ্টম ইন্দোনেশিয়া, নবম মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি দেশ এবং দশম বেলজিয়াম।

আফ্রিকায় সামগ্রি ক আদায়ের দিক থেকে ঘানা জামা'ত প্র থম স্থানে রয়েছে, এরপর মরিশাস, তৃতীয় স্থানে বুরকিনা ফাসো। এদেশের অবস্থাও অনেক নাজুক, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কুরবানী করছেন। সেখানকার অনেক স্থান থেকে রিপোর্ট আসে নি, যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নি। এরপর রয়েছে যথাক্রমে তানজানিয়া, লাইবেরিয়া, গাম্বিয়া, নাইজেরিয়া, সিয়েরা লিওন, বেনিন এবং কঙ্গো কিনশাসা।

ওয়াকফে জাদীদের আর্থি ক কুরবানীতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা রিপোর্ট অনুসারে পনেরো লক্ষ একানব্বই হাজার। গত বছরের তুলনায় প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও পাকিস্তানে চাঁদাদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, এছাড়া নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, সিয়েরা লিওন, গাম্বিয়াএবং কঙ্গো ব্রাজভিলেও সংখ্যা বেড়েছে।

আদায়ের দিক থেকে ব্রিটেনের দশটি বড়ো জামা'তের মাঝে এক নম্বরে আছেফার্নহ্যাম, দ্বিতীয় উস্টার পার্ক, তৃতীয় ইসলামাবাদ, চতুর্থ ওয়ালসল, পঞ্চম অল্ডারশট সাউথ, ষষ্ঠ অ্যাশ, সপ্তম চিম সাউথ, অষ্টম জিলিংহ্যাম, নবম অল্ডারশট নর্থ এবং দশম ইয়োল।

প্রথম পাঁচটি রিজিয়নের মাঝে এক নম্বরে ইসলামাবাদ , এরপর যথাক্রমে বায়তুল ফুতুহ, মিডল্যান্ডস, মসজিদ ফযল ও বায়তুল ইহসান।

ওয়াকফে জাদীদের আতফাল রেজিস্টারের হিসাব পৃথক হয়ে থাকে, এর মধ্যে যথাক্রমে প্রথম দশটি জামা'ত হলো: অল্ডারশট নর্থ, ফার্নহ্যাম, অ্যাশ, অল্ডারশট সাউথ,বোর্ডেন, চিম সাউথ, ইসলামাবাদ, রোহ্যাম্পটন ভেল, ম্যানচেস্টার নর্থ এবং ওয়ালসল।

কানাডার এমারতগুলোর মাঝে আদায়ের দিক থেকে এক নম্বরে ভন, তারপর যথাক্রমে ক্যালগেরি, পীস ভিলেজ, ভ্যাঙ্কুভার, তারপর টরন্টো ওয়েস্ট, তারপর ব্র্যাম্পটন ইস্ট এবং টরন্টো।

আর কানাডার দশটি বড়ো জামা'ত হচ্ছে: হ্যামিল্টন, এডমিন্টন ওয়েস্ট, হ্যামিল্টন মাউন্টেন, মিলটন ওয়েস্ট, বায়তুর রহমান সিসকাটুন, ডারহাম ওয়েস্ট, রেজাইনা, মন্ট্রিয়াল ওয়েস্ট, বায়তুল আফিয়াত সিসকাটুন, উইনিপেগ, এরড্রি, লয়েডমিনস্টার, নিউফাউন্ডল্যান্ড। আর আতফাল রেজিস্টারের দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লে খযোগ্য এমারতগুলোর মাঝে ভন হলো প্রথম, তারপর যথাক্রমে টরন্টো ওয়েস্ট, ভ্যাঙ্কু ভার, পীস ভিলেজ, ক্যালগেরি, মিসিসাগা, ব্রাম্পটন ইস্ট, ব্রাম্পটন ওয়েস্ট, টরন্টো।

জামা'তের দিক থেকে আতফাল রেজিস্টারগুলোর মধ্যে প্রথম হলো ডারহাম ওয়েস্ট, হাদিকায়ে আহমদ, ব্রাডফোর্ড ইস্ট, মনট্রিয়াল ওয়েস্ট, হ্যামিল্টন ইস্ট, হ্যামিল্টন মাউন্টেন, ইনিসফিল, মিল্টন ওয়েস্ট, উইন্ডসর।

জার্মানির পাঁচটি স্থানীয় এমারতের মাঝে প্রথম হলো হ্যামবুর্গ, তারপর যথাক্রমেফ্রাঙ্কফুর্ট , উইজবাদেন,গ্রস গেরাও এবং রেডস্টেড।দশটি জামা'তের নাম হলো; [উপরোক্ত নামগুলো ছিল স্থানীয় জামা'তের আর এগুলো জামা'ত;] রোডগাও, নিডা, রোয়েডারমার্ক, ফ্লোরেসহাইম, নুইভিড, কোবলেনয, ওয়েনগার্টেন, পিনিবার্গ, বার্লিন এবং নু য়েস।

আতফাল রেজিস্টারের দৃষ্টিকোণ থেকে পাঁচটি রিজিওনের মধ্যে প্রথম হলো উইজবাদেন, তারপর যথাক্রমে হ্যামবুর্গ, হেসেন সাউথ ইস্ট, ওয়েস্টফেলেন এবং ডিটসেনবাখ।

আমেরিকার দশটি জামা'তের মাঝে প্রথম হলো মেরিল্যান্ড, দ্বিতীয় লস এঞ্জেলেস, এরপর যথাক্রমে নর্থ ভার্জিনিয়া, সিলিকন ভ্যালি, সিয়াটল, ডেট্রয়েট, শিকাগো, ডালাস, সাউথ ভার্জিনিয়া এবং হিউস্টন।

আতফালদের মধ্যে তাদের দশটি জামা'তের মধ্যে প্রথম হলো সিয়াটল, তারপর ফিলাডেলফিয়া, নর্থ ভার্জিনিয়া, জর্জিয়া, ক্যারোলাইনা, শিকাগো, অস্টিন, ডালাস, অশকোশ, ডেট্রয়েট এবং মেরিল্যান্ড।

পাকিস্তান জামা'ত আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তাদের অবস্থা অনুযায়ী অনেক পরিশ্রম করেছে এবং কুরবানী দিয়েছে। তাদের মধ্যে প্র থম হলো লাহোর, দ্বিতীয় রাবওয়া এবং তৃতীয় হলো করাচি।

আর বড়ো জিলাসমূহের অবস্থান দেখলে প্রথম হলো ইসলামাবাদ, দ্বিতীয় সিয়ালকোট, এরপর যথাক্রমে ফয়সালাবাদ, গুজরাত, গুজরানওয়ালা, সারগোধা, উমরকোট, মুলতান, হায়দ্রাবাদ, মীরপুর খাস।

(খুতবার শেষাংশ ১২ পাতায়.....)

শাস্তি দেওয়ার বিষয়ে আমি মোটেই আগ্রহী নই। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই শাস্তি দিয়ে থাকি।

প্রথম বিষয় হল নামায এবং আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক। দ্বিতীয় বিষয় হল কুরআন করীম পাঠ করা এবং এর থেকে পুণ্যকর্মের আদেশগুলি বের করে নিজের উপর প্রয়োগ করা এবং মন্দ থেকে বিরত থাকা। তৃতীয় বিষয় হল হযরতমসীহ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক বিস্তারিতভাবে পাঠ কর।

সৎকর্মের আদেশ তারাই দিতে পারে যারা নিজেরাও সৎকর্ম করে। অনুরূপভাবে মন্দকর্ম থেকে তারাই মানুষকে বিরত রাখতে পারে যারা নিজেরা মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকে।

বিবাহ সম্বন্ধের জন্য ইন্টারনেট কিম্বা ফেসবুকে ছবি আপলোড করবেন না। যদি কোনও বিবাহ সম্বন্ধ আসে, তবে তারা নিজে এসে দেখে যাবে। যদি অন্য কোনও দেশে ছবি পাঠাতে হয়, তবে কোনও দায়িত্ববান আত্মীয়-স্বজনের হাতে কিম্বা জামাতী কর্মকর্তাদের হাতে পাঠাবেন সে সেখানে গিয়ে ছবি দেখিয়ে ফেরত নিয়ে আসে। ছবির অপব্যবহার যেন না হয়।

একটা স্বপ্ন দেখেছে বলে কেউ পুণ্যবান হয়ে গেল,এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। সত্য-স্বপ্ন পুণ্যবানরাও দেখে আবার কখনও কখনও অসৎ লোকরাও দেখে। স্বপ্ন নিয়ে কারো গর্ব করার কিছু নেই। সত্য-স্বপ্ন দেখলে অবশ্যই দোয়া কর এবং আল্লাহ্ তা'লার নিকট বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা কর।

সব সময় স্মরণ রাখবেন প্রকৃত আনুগত্য সেটাই, আপনার প্রতি সদাচরণ না হওয়া সত্ত্বেও যে আনুগত্য আপনার পক্ষ থেকে প্রদর্শিত হয়। এটিই এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া আঁ হযরত (সা.) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও একথা বলেছেন যে,যদি বিপদের পাহাড়ও ভেঙ্গে পড়ে, তবুও আল্লাহ্কে ত্যাগ করবে না। আল্লাহকে ধরলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। দুনিয়াদার কোনও মানুষের কাছ থেকে আপনার কিছু নেওয়ার নেই, ওয়াকফে নও সেক্রেটারী বা কোনও সদর বা কোনও আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে কিছু নেওয়ার নেই, জাগতিক বিষয় নিতে হলেও তা খোদা তা'লার নিকট থেকেই নেওয়া উচিত।

হযরত খলীফাতুল মসীহ খামেস (আই.)-এর জার্মানী সফর (২০১২)

ওয়াকফাতে নওদের ক্লাস

নাতাশা রানা কুরআন করীমের তিলাওয়াত করেন এবং ফারাহ আহমদ এর উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন।

এরপর আঁ হযরত (সা.) এর নিম্নোক্ত হাদীস উপস্থাপন করে এর উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন মাদীহা দ্বীন সাহেবা।

হযরত উবাদাহ বিন সামিত (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) বয়আত গ্রহণের সময় আমাদের নিকট এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, দৈন্য -দুর্দশা হোক বা সমৃদ্ধি, আনন্দ হোক বা বিষাদ-সর্বাবস্থায় আমরা আপনার আদেশ শিরোধার্য করব এবং আপনার আনুগত্য করব, আমাদের উপর অন্য কোন জাতিকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও। (মুসলিম)

এরপর আইমান ইমতিয়াজ মালফুযাত থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বাণী উপস্থাপন করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)বলেন, "তোমাদের জন্য আবশ্যক হল তোমরা খোদার পথে নিজেদের জীবন উৎসর্গ কর। আর এটিই ইসলাম আর এটিই সেই উদ্দেশ্য যার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি। অতএব, যারা এখনও সেই প্রস্রবণের নিকট আসে নি, যা খোদা তা'লা সেই উদ্দেশ্যে সূচিত করেছেন, নিশ্চয় তারা বঞ্চিত। যদি কিছু অর্জন করতে হয় এবং উদ্দেশ্য পেতে হয়,তবে সত্যান্বেষী ব্যক্তির উচিত সেই প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হওয়া এবং সম্মুখে অগ্রসর হওয়া এবং সেই প্রবাহিত প্রস্রবণের প্রান্তে মুখ দেওয়া। আর এটা সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে খোদা তা'লার সামনে..... রবুবিয়্যতের সামনে লুটিয়ে পড়ে এবং এই অঙ্গীকার করে যে, জাগতিক স্বার্থ হাত ছাড়া হোক, পর্বতসম বিপদ নেমে আসুক, তবুও খোদাকে ত্যাগ করবে না এবং খোদা তা'লার পথে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকবে। ইব্রাহিম (আ.)-এর মহান নিষ্ঠা ছিল, এতটাই যে, তিনি নিজের পুত্রকে কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে যান। ইসলামের অভিপ্রায় হল, বহু ইব্রাহিম তৈরী করা। অতএব, তোমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত ইব্রাহিম হওয়ার। আমি তোমদের সত্য সত্য বলছি, ওলী পূজারী হয়ো না, ওলী হও। পীর পুজারী হয়ো না, পীর হও। "

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩৮-১৩৯)

এরপর রাশিকা আহমদ, নিদাউল ফাতাহ এবং আয়েশা সিদ্দীকা এবং যারা আহমদ 'ওয়াকফে নও তাহরীকের ২৫ বছর পূর্তি এবং ওয়াকফাতে নওদের দায়িত্বাবলী' বিষয়ের উপর একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ওয়াকফাতে নওদের দায়িত্বাবলী

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) 'ওয়াকফাতে নও' দের 'মরিয়ম' পত্রিকা প্রবর্তন উপলক্ষ্যে নিজের বার্তায় উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন- " ওয়াকফে নও মেয়েদের আজকের এই দিনটি কখনও ভুলে যাওয়া যাওয়া উচিত

নয়। কেননা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে নিজের সন্তানকে তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই উৎসর্গ করেছিলেন, তিনি একজন মহিলা ছিলেন। আর তাঁর গর্ভের যাঁর জন্ম হয়, তিনিও ছিলেন একজন মহিলা, যাঁর নাম ছিল মরিয়ম। তাঁকে উৎসর্গকারী দম্পতি সেই সন্তানের এমন অসাধারণ প্রতিপালন করেছিলেন এবং সেই মেয়েও নিজের মর্যাদা অনুধাবন করে উৎসর্গীকরণের দাবিসমূহ এমনভাবে পালন করেছে যে, আরশের খোদা চিরকালের তরে তাঁকে কুরআন করীমের ন্যায় কিতাবে সতীত্ব ও পবিত্রতার দেবী এবং তাকওয়া ও সাধুতা সহ জীবনযাপনকারী সেই নারীর জীবনকে পুণ্য ও তাকওয়ার উচ্চ মান অর্জনের জন্য এক দৃষ্টান্ত হিসেবে সংরক্ষন করেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) যুক্তরাজ্যে ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত ওয়াকফে নওদের ইজতেমায় প্রদত্ত ভাষণে বলেন- 'আপনাদের সকলের স্মরণ রাখা উচিত যে, কেবল সেই জীবনই সফল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে যা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যতীত হয়। আর একজন ওয়াকফা নও মেয়ে হিসেবে আপনাদের সব সময় স্মরণ রাখা উচিত যে, আপনাদের ভূমিকা মরিয়মের ন্যায়। ভিন্নবাক্যে বলা যায়, সব সময় তাঁর চরিত্র ও জীবনযাপন পদ্ধতিকে সব সময় পথপ্রদর্শক হিসেবে নিজেদের সামনে রাখবেন। আপনাদের প্রতিটি কর্ম যেন সত্য ও খোদাভীতি নির্ভর হয়। আপনি যা কিছু করেন বা বলেন তা থেকে প্রকাশ পায় যে আপনি একজন ওয়াকফা নও মেয়ে। আপনি একজন সিদ্দীকা, যে কি না মূর্তিমান সত্য। কেননা আপনি একজন ওয়াকফা নও। ওয়াকফাতে নওদের সদস্যা হিসেবে আপনার সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, আপনি এই পৃথিবীতে আছেন ঠিকই, কিন্তু বস্তুবাদিতার সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই।

এই বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই তাহরীক (ওয়াকফে নও)-এর এটি রজত জয়ন্তী। এই পুণ্যময় তাহরীকের ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। আপনাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা ওয়াকফাত নওদের প্রথম ব্যাচ-এর অংশ। আর এটা সত্যিই অত্যন্ত সম্মানের বিষয় আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের দান করেছন। অতএব এই পুরস্কাররাজির আলোকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আপনাদের কর্তব্য।

মরিয়ম পত্রিকায় নিজের বার্তায় হুযুর বলেন:

"এই যুগে সেই রীতি অনুসারে আপনাদের পিতামাতাও আপনাদেরকে জন্মের পূর্বে উৎসর্গ করেছেন। আপনাদের উৎসর্গীকরনের এই সম্মান কোনও সাধারণ বিষয় নয়। কিন্তু ওয়াকফ বা উৎসর্গীকরণের এই সম্মান আপনাদের মাথায় তখনই শোভা পাবে যখন আপনারা উৎসর্গীকরণে দাবি পূর্ণ করে নিজেদের জীবনকে খিলাফতের অধীনে চালিত করতে শুরু করবেন। তাই সব সময় একথা স্মরণ রাখবেন, পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম এবং সভ্যতার ইতিহাস অধ্যায়ন করলে দেখবেন, ইসলাম নারী জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের যে আসনে বসিয়েছে, অন্য কোনও

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: "সর্বদা সত্য কথা বল, যখন তোমাদের কাছে আমানত রক্ষিত হয়, তখন তা আত্মসাৎ করিও না এবং প্রতিবেশীর সহিত সর্বদা সদয় আচরণ কর।" (বাইহাকি ফি শোবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

ধর্ম সেই সম্মান দেয় নি। একজন নারীর জন্য প্রকৃত আনুগত্যকারী হওয়া এবং পরিপূর্ণ নিবেদিত প্রাণ হওয়া পূর্বেও গর্বের ছিল আর এখনও গর্বের। ইসলামের প্রাথমিক যুগে জ্ঞান ও কার্যভার পালনের ক্ষেত্রে মহিলাদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। আর এটা কেবল ইসলামের প্রথম যুগেই নয়, ইসলামের পুনরুত্থানের যুগে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামে আহমদী মহিলারাও ইসলামের নাম সমুন্নত রেখেছে। আর বর্তমানে আপনাারা ওয়াকফাতে নও হিসেবেও সেই পতাকা সমুন্নত রাখবেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলামের সংস্কার ও ধর্ম সেবার যে কাজ শুরু করেছিলেন, সেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সব সময় নিজেদের প্রস্তুত রাখতে হবে। এর জন্য আপনাদের দৃষ্টি সব সময় আকাশের দিকে থাকা উচিত। আপনাদের চিন্তাধারা, জ্ঞান ও কর্মধারা যেন গগনচুম্বী উচ্চতায় সন্তরণ করার সংকল্প রাখে। আপনারা যদি সত্যিকার অর্থেই সেই উচ্চতায় নিজেদের নিয়ে যেতে চান, তবে এই যুগের ইমাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলী সব সময় নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখবেন, যিনি ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার আলোকে পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন। এছাড়াও আপনারা যুগ খলীফার নির্দেশাবলী এবং উপদেশাবলীকে নিজেদের আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করুন, কেননা, বর্তমান যুগে এই শিক্ষামালাই সেই সঞ্জীবনী সুধা, যা মানবজাতিকে চিরন্তন জীবনের উত্তরাধিকারী করে তুলতে পারে। এটিই সেই জীবনদায়ী বাণী যা মৃত অন্তরসমূকে চিরন্তন জীবন দান করে এবং মাটি থেকে তুলে আকাশের উচ্চতায় পৌঁছে দেয়, যেখানে ফিরিশতারাও তাদের সঙ্গে কথা বলে গর্বিত হয়।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ওয়াকফে নও তাহরীকের ঘোষনা করার সময় বলেন- "তোমরা এক মহান উদ্দেশ্যের জন্য এক মহাসন্ধিক্ষণে জন্ম নিয়েছ।" সেই মহান উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আজ আমরা জামাত আহমদীয়া জার্মানীর ওয়াকফাতে নও-এর সদস্যারা অঙ্গীকার করছি, ইনশাআল্লাহ্ আমরা খিলাফতের সঙ্গে কৃত আমাদের পিতামাতার সেই অঙ্গীকার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত পালন করে যাব। আর ইসলামের পতাকাকে জ্ঞান ও কর্মের ময়দানে সমুন্নত রাখব। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ধর্ম সংস্কারের যে মহান কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, আমরা সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকব। আহমদীয়া খিলাফতকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে যাবতীয় ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকব। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীকে সব সময় নিজেদের সামনে রাখব আর খলীফাতুল মসীহর প্রতিটি নির্দেশ ও উপদেশের আলোকে ভবিষ্যতের পথ নির্ধারণ করব। আর আকাশের উচ্চতায় পৌঁছনোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ্॥

অনুষ্ঠানের শেষপর্বে হুযুর ওয়াকফাতে নও মেয়েদের বিভিন্ন বিষয়ে পথনির্দেশনা প্রদান করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন:

তিলাওয়াত করা হয়েছে- আমরা সৎকর্মের প্রচার করি, মানুষকে সঠিক পথের প্রতি আহ্বান করি এবং মন্দ কর্ম থেকে বিরত রাখি। সৎকর্মের আদেশ তারাই দিতে পারে যারা নিজেরাও সৎকর্ম করে। অনুরূপভাবে মন্দকর্ম থেকে তারাই মানুষকে বিরত রাখতে পারে যারা নিজেরা মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকে। প্রত্যেক ওয়াকফাকে একথা স্মরণ রাখা উচিত। প্রথমত, একজন আহমদী মেয়ে, আহমদী যুবতী কিম্বা আহমদী মহিলার কর্তব্য হল প্রত্যেকের নিজেকে অন্যদের (অর্থাৎ অ-আহমদীদের) থেকে পৃথক করা। কিন্তু একজন ওয়াকফা নও এবং একজন সাধারণ মেয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকা বাঞ্ছনীয়। আপনারা নিজেদেরকে ওয়াকফ করেছেন কিম্বা আপনাদের পিতামাতা আপনাদের জন্মের পূর্বে ওয়াকফ করেছেন আর পনেরো বছরের পর নিজেদের অঙ্গীকার নবায়ন করেছেন। তাই সব সময় স্মরণ রাখা উচিত যে, যৌবনে পদার্পণ করার পর আপনাদের সেই সব বিষয়ের সন্ধান করা উচিত যেগুলো আল্লাহ তা'লার নিকট প্রিয়। পুণ্যকর্ম কোন্গুলি? আল্লাহ্ তা'লা বলেন পুণ্যকর্ম সেইগুলি যেগুলি তিনি কুরআন করীমে বর্ণনা করেছেন। মন্দকর্ম কোন্গুলি? সেই সকল কর্ম যেগুলি আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বর্ণনা করেছেন। অতএব, পুণ্য অবলম্বন করা এবং মন্দ থেকে বিরত থাকা ওয়াকফে নওদের বিশেষ কর্তব্য। এবং কোনগুলি পুণ্য এবং কোনগুলি পাপ তা সন্ধান করার জন্য কুরআন করীম পাঠ করা অত্যন্ত জরুরী। কুরআন করীমের তিলাওয়াত করাই যথেষ্ট নয়,বরং এর অনুবাদ শেখাও আবশ্যক। অতএব, প্রথমত সবসময় একথা স্মরণ রাখবেন যে, কেবল কুরআন দেখে পড়াকেই যথেষ্ট মনে করবেন না,বরং সেই সাথে অনুবাদও পড়বেন। যেখানে এর টীকা ও ব্যাখ্যাও রয়েছে, সেগুলি পড়ন, যাতে আপনি জানতে পারেন যে,আপনার কর্তব্য কি। একজন সাধারণ মেয়ের মত ফ্যাশন করে ঘুরে বেড়ানো আর সপ্তাহে এক বা দুইদিন দুই-এক ঘন্টা লাজনা অফিসে এসে বসা আপনাদের কাজ নয়। বরং ওয়াকফা নওদের পুরো দায়িত্ব হল সব সময় এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা যে আপনাদেরকে মানুষের জন্য আদর্শ হতে হবে। আর এই দায়িত্ব ২৪ ঘন্টার। নিজ পরিবারে ভাইবোনদের জন্যও আদর্শ হয়ে উঠুন এবং বাইরে অন্যান্য আহমদীদের জন্যও নিজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। অতএব, একথাটি আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি এখন পুনরায় বলছি। এটি মনে রাখবেন, তবেই আপনারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনারা হাদীসও পড়েছেন আর সমবেত নজমেও আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, সর্বাবস্থায় আনুগত্য করতে হবে। প্রশ্নহীন আনুগত্য। পরিস্থিতি যাইহোক না কেন। এরপর আঁ হযরত (সা.)-এর বাক্যটি অনুধাবন করুন, এর মধ্যে কি প্রজ্ঞা নিহিত আছে। তিনি বলেন- কিছু কিছু মানুষের মনে অনেক সন্দেহ তৈরী হয়। তারা মনে করে,সদর বা অমুক সেক্রেটারী এই মেয়েটিকে অনেক উঁচু পদে বসিয়ে দিয়েছে, ওর দ্বারা কাজ নিচ্ছে আমাদের কাজে লাগাচ্ছে না আর এভাবে তারা দূরে সরে যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সাধারণত একজন মুসলমানের জন্য এই কাজ করা অনুচিত। এছাড়া এই যুগে আহমদী মুসলমানদের জন্য এবং তার চেয়েও বড় বিষয় ওয়াকফে নওদের জন্য এই মান হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, নিজেদের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলেও তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করবেন এবং নিজের উৎসর্গীকরণ বা ওয়াকফের কর্তব্য পালন করবেন। মনের মধ্যে কোনও অভিযোগ পুষে রাখবেন না। কেউ কোনও অনুচিত কর্ম করলে মনের মধ্যে অভিযোগ তৈরী হয়। কিন্তু সেই সব চিন্তা জামাতের কাজের কাজে যেন অন্তরায় না হয়ে দাঁড়ায় এবং আপনাদের পুণ্যে ঘাটতি না এনে দেয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সব সময় স্মরণ রাখবেন প্রকৃত আনুগত্য সেটাই, আপনার প্রতি সদাচরণ না হওয়া সত্ত্বেও যে আনুগত্য আপনার পক্ষ থেকে প্রদর্শিত হয়। এটিই এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া আঁ হযরত (সা.) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও একথা বলেছেন যে,যদি বিপদের পাহাড়ও ভেঙ্গে পড়ে, তবুও আল্লাহ্কে ত্যাগ করবে না। আল্লাহকে ধরলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। দুনিয়াদার কোনও মানুষের কাছ থেকে আপনার কিছু নেওয়ার নেই, ওয়াকফে নও সেক্রেটারী বা কোনও সদর বা কোনও আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে কিছু নেওয়ার নেই, জাগতিক বিষয় নিতে হলেও তা খোদা তা'লার নিকট থেকেই নেওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন- খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী কর। নিয়মনিষ্ঠভাবে নামায পড়, কুরআন করীম পড় এবং এর বিধিনিষেধ পালন করার চেষ্টা কর। খোদা তা'লার সঙ্গে এমন সম্পর্ক তৈরী হওয়া উচিত যেন তিনিই সকল চাহিদা পূরণ করতে থাকেন। এছাড়া হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক পড়ুন, যারা ইংরেজি পড়তে জানে,তারা এর ইংরেজি অনুবাদ পড়ুক, আর যারা জার্মান ভাষা জানে তারা জার্মান অনুবাদ পড়ুক। খুব বেশি অনুবাদ হয় নি। যতটুকু হয়েছে বার বার পড়ুন। বার বার পড়লে আপনাদের জ্ঞান ও তত্ত্বদর্শন প্রখর হবে। তাই বিশেষ করে এ বিষয়ে অনেক বেশি চেষ্টা করুন। আপনাদের ওঠা-বসা, আচার আচরণ,পোশাক পরিচ্ছদ, পর্দা (তাদের জন্য যারা যুবতী হয়ে গেছে) অন্যদের থেকে ভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়, বরং তা আদর্শ স্থানীয় হওয়া উচিত। এটা দেখবেন না যে, অমুক মেয়ে ফ্যাশন করছে, বা আমার অমুক বোন ফ্যাশন করছে, কিন্তু আমার মা তাকে কিছু বলে না, আমাকে বলে নিজেকে ঢেকে রাখ। কিম্বা অমুক মেয়ে বা কর্মকর্ত্রীর মেয়ে ফ্যাশন করছে, কিন্তু তিনি আমাদেরকে বলছেন, ওয়াকফা নও মেয়েরা বেশি ফ্যাশন করবে না। ফ্যাশন করার মধ্যে কোনও খারাপ কিছু নেই। কিন্তু এমন ফ্যাশন যা আপনাদের লজ্জাশীলতাকে প্রভাবিত করে, তেমন ফ্যাশন করা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লা পর্দা করার আদেশ দিয়েছেন, বুরকার আদেশ দিয়েছেন- একটা বয়স সীমা অতিক্রম করার পর এটা পরিধান করা উচিত। নিঃসংকোচে পর্দা করা উচিত। এটা দেখবেন না যে, অমুক

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিযকদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Abu Bakar Siddiq & Manjuara Mandal, From Abu Hasan Mondol . Bithari, 24 PGS (N)

সদর সাহেবা বা অমুক সেক্রেটারী সাহেবার মেয়ে পর্দা করে নি বা অমুক জামাতের কর্মকর্তার মেয়ে বুর্কা পরে নি। তাদের ছেড়ে দিন। তোমাদের তাদেরও সংশোধন করতে হবে এবং নিজেদের সমবয়সী মেয়েদেরও সংশোধন করতে হবে আর যারা তোমাদের থেকে বয়সে বড় তাদেরও সংশোধন করতে হবে। এজন্য আপনাদেরকে মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত হতে হবে। একমাত্র তখনই আপনাদের ওয়াকফ প্রকৃত ওয়াকফ হিসেবে গণ্য হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন:হযরত মুসলেহ মওউদ (আ.) যে নযম রচনা করেছেন, সেখানেও তিনি একথাই লিখেছেন। এর সারসংক্ষেপ এই যে পরিস্থিতি যেমনই হোক, একজন আহমদীর মধ্যে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থাকা উচিত।আর যে আহমদীর পিতামাতা এই অঙ্গীকার করেছে যে, এই সন্তান আহমদীয়াতের সেবা করবে আর পনেরো বছর পর আপনারা নিজেই যখন এই অঙ্গীকার করছেন, কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি লক্ষ্য করছি যে, তেরো চৌদ্দ বছরের উর্দ্ধে মেয়েরাই অঙ্গীকার করেন, আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর চেয়েও বড় হবে। আপনাদেরকে (ইসলামের) প্রকৃত শিক্ষার দৃষ্টান্ত হতে হবে। এর জন্য বিবাহ সম্বন্ধ সন্ধান করুন আর মরিয়ম পত্রিকা (পত্রিকাটি এখানে আসে?) ইন্টারনেটে পাওয়া যায়, এর কোন সংখ্যা বের করে তা থেকে বিষয়বস্তু বেছে নিয়ে জার্মানী ভাষায় অনুবাদ করে এখানেও একটি পত্রিকা বের করতে পারেন। আপনারা জার্মানী ও উর্দুতে করুন যাতে মানুষ বুঝতে পারে। তাই বেশি বেশি জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করুন। কুরআন করীমের জ্ঞান অর্জন করুন।

প্রথম বিষয় হল নামায এবং আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক। দ্বিতীয় বিষয় হল কুরআন করীম পাঠ করা এবং এর থেকে পুণ্যকর্মের আদেশগুলি বের করে নিজের উপর প্রয়োগ করা এবং মন্দ থেকে বিরত থাকা। তৃতীয় বিষয় হল হযরতমসীহ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক বিস্তারিতভাবে পাঠ কর। এতে তোমরা জানতে পারবে যে, কুরআন করীমের শিক্ষার অর্থ কি? চতুর্থ বিষয় হল, আমার খুতবা যা আমি দিয়ে থাকি, সেগুলি নিয়মিত শোন এবং সেগুলির উপর আমল করার চেষ্টা কর। লাজনাদের উদ্দেশ্যে আমি যে সব ভাষণ দিয়েছি, সেগুলি শোন। পোশাকের অর্থ লজ্জাশীলতা। এছাড়াও আমি পরিস্থিতি অনুসারে বিভিন্ন নির্দেশিকা দিয়ে থাকি। ইন্টারনেটে চ্যাটিং করতে আমি নিষেধ করেছি। ফেসবুকে চ্যাটিং নিষেধ করেছি। কেননা এর থেকে মন্দের সূচনা হয়। এটা গুনাহ নয়, কিন্তু এগুলো মানুষকে অনৈতিক কার্যকলাপের দিকে পরিচালিত করে। টিভিতে বহু অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে থাকে, এই সব দেশে অশ্লীল অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়, সেগুলি কখনও দেখবে না। আপনারা ওয়াকফা নও এটা নিজেদের প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করুন। আর এটাও যে, আপনারা জগতের সংশোধন করবেন। জগতের সংশোধনের জন্য সর্বপ্রথম নিজেদের মধ্যে অনেক বড় পরিবর্তন আনতে হবে। তবেই অপরের সংশোধণ করতে পারবে। অন্যথায় নয়।

একজন ওয়াকফা নও নিবেদন করে যে, সে কম্পিউটার বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছে। এরজন্য সে দোয়ার আবেদন করে এবং বলে, আমার এবছর বিবাহ সম্বন্ধ হয়েছে। আল্লাহ্ করুন আমাদের এই সম্পর্ক যেন বরকতময় হয় এবং আমাদেরকে তাকওয়ার পথে পরিচালিত করেন।

হুযুর বলেন, বেশ, আল্লাহ্ বরকতময় করুন।

আরও একজন ওয়াকফা নিবেদন করে, হুযুর! আমি আপনার নিকট আমার বোনদের পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়ার ছিল। তারা ওয়াকফে নও নয়। তাদেরও ইচ্ছে হুযুরের সঙ্গে ক্লাস করার।

হুযুর বলেন, ওয়াকফা নও না হলে কিভাবে ক্লাস হবে?

প্রশ্ন: হুযুর আমাদের এখানে মার্চ মাসে Abitur- এর ' ফাইনাল পরীক্ষা হয়। এরপর আফস শিক্ষিকা হতে চাই।

হুযুর বলেন, শিক্ষিকা হও, কিন্তু এখানে যে সব শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুল রয়েছে, আমি শুনেছি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেখানে পর্দা করার অনুমতি দেয় না। আপনাদের বিভাগে এমনটি হলে এই প্রতিষ্ঠানগুলো এড়িয়ে চল এবং অন্যত্র প্রশিক্ষন নাও।

প্রশ্ন: হুযুর! আজ আপনি মাহদী আবাদ এসেছিলেন। আপনার কেমন লাগল?

হুযুর বলেন, কেমন লেগেছে? সেখানে তো প্রচুর তুষার পাত হয়েছে।

একজন ওয়াকফা নিবেদন করে, হুযুর আমার বিবাহ সম্বন্ধ হয়েছে। আমার জন্য দোয়া করবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ তা'লা বরকতমণ্ডিত করুন। যাদের বিবাহ হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা সকলের দাম্পত্য জীবন কল্যাণমণ্ডিত করুন এবং আপনারা ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন। নিজেদের পক্ষ থেকে আগ বাড়িয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিবেন না। কাউকে আপনার কোনও ভুলত্রুটি বা কথাবার্তার জন্য নিজের দিকে আঙুল তোলার সুযোগ দিবেন না, স্বামী কিম্বা শ্বশুরবাড়ির কাউকেই না। দাম্পত্য জীবন টিকিয়ে রাখার জন্য নিজের সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। অনেকের বিয়ে হওয়ার পর সেই সম্পর্ক ভেঙে যায়, যা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়।

একজন ওয়াকফা নিবেদন করে, ৯ই অক্টোবর সে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়, কিন্তু ১লা নভেম্বর সেই শিশুটি মারা যায়। শিশুটির হার্টের সমস্যা ছিল। হুযুর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। ইনশাআল্লাহ্॥

এক ওয়াকফার প্রশ্ন: যে সব সময় সাধারণত পর্দা করে, তাদের বিবাহ সম্বন্ধের সময় যে ছবি পাঠানো হয়, সেটাতে পর্দা থাকে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বিবাহ সম্বন্ধের জন্য ইন্টারনেট কিম্বা ফেসবুকে ছবি আপলোড করবেন না। যদি কোনও বিবাহ সম্বন্ধ আসে, তবে তারা নিজে এসে দেখে যাবে। যদি অন্য কোনও দেশে ছবি পাঠাতে হয়, তবে কোনও দায়িত্ববান আত্মীয়-স্বজনের হাতে কিম্বা জামাতী কর্মকর্তাদের হাতে পাঠাবেন সে সেখানে গিয়ে ছবি দেখিয়ে ফেরত নিয়ে আসে। ছবির অপব্যবহার যেন না হয়।

প্রশ্ন: ইমাম সাহেব যখন 'কসর' (সংক্ষিপ্ত) নামায পড়ান, দুই রাকাতের পর যখন তিনি সালাম ফেরান, তখন স্থানীয়রাও তাশাহুদ পাঠের পর দোয়া পাঠ করবে না কি চুপ করে থাকবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আসল বিষয় হল, ফরজ নামায। ফরজ নামাযের জন্য আপনি যদি দেরী করে আসেন, তবে নিজের অবশিষ্ট রাকাত পূর্ণ করুন। আর ইমাম যদি সফরকারী হয়, যেমনটি আমি পড়িয়ে থাকি, আমি দুই রাকাত পড়লে পিছনে স্থানীয় মুক্তাদিরা নিজেদের চার রাকাত পূর্ণ করবে। আর আমি যদি বসে দোয়া করি, তবে সেই দোয়া ফরজের অন্তর্ভুক্ত নয়। একবার অভাবপীড়িত লোকেরা আঁ হযরত (সা.) এর নিকট এসে নিবেদন করে, আমরা গরীব মানুষ। ধনীরাআমাদের থেকে অনেক বেশি উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করে। আমরা তো ঘোড়া ও তরবারি ধার করে নিয়ে যাই, সেই ঘোড়া ও তরবারি তারা আমাদেরকে দিয়ে দেয় আবার জিহাদেও অংশগ্রহণ করে। তারা চাঁদাও দেয়, আমাদের মত ইবাদতও করে। এভাবে তারা আমাদের বেশি পুণ্য অর্জন করছে। আঁ হযরত (সা.) তখন বললেন, আমি তোমাদেরকে উপায় বলে দিচ্ছি।তোমরা নামাযের পর ৩৩বার সুবহানাল্লাহ্, আলহামদোলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে। কিছু দিন পর ধনীরা যখন দেখল, এই গরীব মানুষগুলো নামাযের পর বসে তসবীহ পাঠ করছে,তখন তারাও তদ্রূপ শুরু করল। তখন গরীব মানুষগুলো পুনরায় আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলল, ধনীরাও আমাদের মত এই পুণ্যটি করা আরম্ভ করেছে। এখন আমরা কি করব? আঁ হযরত (সা.) বললেন, আল্লাহ্ তা'লা যাকে উন্নতি দান করেছেন, তাকে আমি কিভাবে পিছনে টেনে আটকে রাখতে পারি?

অতএব, তসবীহ ও তাহমীদ আমি কি পড়ছি আর কি পড়ছি না তা তোমাদের জানার কথা নয়। আর এটা আবশ্যকও নয়। তোমরা নিজেদের নামায পূর্ণ করবে। পড়তে চাইলে পড়বে,না চাইলে পড়বে না। কিন্তু ফরজ নামায অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: সেই সব মানুষও সত্য-স্বপ্ন দেখে, চুরি ও দস্যুবৃত্তি যাদের পেশা। স্বপ্ন দেখা বিরাট কোনও পুণ্যের বিষয় নয়। এটা আল্লাহ্ তা'লার কাজ। আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মেনে দোয়া করা, নামায পড়া, কুরআন করীমের শিক্ষা মেনে চলা- এগুলো হল বড় পুণ্য। এটাই তোমাদের জন্য পুণ্য। স্বপ্ন দেখলে কেউ পুণ্যবান হয়ে যায় না। একটা স্বপ্ন দেখেছে বলে কেউ পুণ্যবান হয়ে গেল,এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। সত্য-স্বপ্ন পুণ্যবানরাও দেখে আবার কখনও কখনও অসৎ লোকরাও দেখে। স্বপ্ন নিয়ে কারো গর্ব করার কিছু নেই। সত্য-স্বপ্ন দেখলে অবশ্যই দোয়া কর এবং আল্লাহ্ তা'লার নিকট বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা তিনি তোমাকে স্বপ্ন দেখানোর পর সেই স্বপ্ন পূর্ণও করেছেন। এর মাধ্যমে পুণ্য তৈরী হয়।

প্রশ্ন: আপনি যদি কারো নামে সদকা বের করেন, তবে কি সেই সদকায় তার হাত দেওয়া আবশ্যক?

হুযুর আনোয়ার বলেন: তুমি যখন কারো বিষয়ে কোনও স্বপ্ন দেখ, তখন তার জন্য সদকা বের কর। সেই ব্যক্তি পাকিস্তানে থাকে, তাহলে কি তুমি হাতের স্পর্শের জন্য প্রথমে বিমানে বসে পাকিস্তান যাবে? তুমি নিজের পক্ষ থেকে সদকা করে দিও আর যদি যোগাযোগ থাকে,তবে সেই ব্যক্তিকেও সদকা করতে বলে দাও। আর সে সদকা করার সামর্থ্য না রাখলে তুমি সদকা করে দাও। এতে তার মধ্যেও এই চেতনা তৈরী হবে যে, তাকেও দান-খয়রাত করতে

হবে। এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা পুণ্য দান করেন।

প্রশ্ন: সন্তান কোনও ভুল কাজ করলে পিতামাতাও কি এর জন্য শাস্তি পায়?

হুযুর আনোয়ার জানতে চাইলে মেয়েটি বলে, তার পিতামাতাকে জামাতের পক্ষ থেকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তার মা-বাবাকে কি এই শাস্তি দেওয়া হয়েছিল যে, তাদের কাছে চাঁদা নিবে না কিম্বা কোনও খিদমত গ্রহণ করবে না?

মেয়েটি উত্তর দেয়, হ্যাঁ, এই শাস্তিই দেওয়া হয়েছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন, বিষয়টি এই যে, যখন কোনও কর্মকর্তার সন্তান কোনও ভুল কাজ করে, এমন চরম কাজ, যার কারণে জামাত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়। জামাত নিজে পদক্ষেপ নেয় না, বরং একটি রিপোর্ট তৈরী করে আমাকে পাঠায়। আর যুগ খলীফা সিদ্ধান্ত নেয় যে, কাউকে শাস্তি হবে তার থেকে জামাতের কোনও খিদমত নেওয়া হবে না। কাউকে শাস্তি দেওয়া হয় তার কাছ থেকে কোনও চাঁদা নেওয়া হবে না। কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে তাকে কোনও অনুষ্ঠানে আসতে দেওয়া হবে না, আর কেউ যদি গুরুতর কোনও বিবাদে লিপ্ত হয়,সেক্ষেত্রে তাকে শাস্তি হিসেবে জামাতের ব্যবস্থাপনা থেকে বহিষ্কৃতও করা হয়। আর যদি কারো মেয়ে বা ছেলের অনেক বড় শাস্তি হয়, সেক্ষেত্রে তার মা-বাবাকে জামাতের খিদমত করতে দেওয়া হয় না, এজন্য যে, লোকে বলবে দেখ, (যেমন কেউ যদি লাজনার তরবীয়ত সেক্রেটারী হয়) ওর নিজের মেয়ে বা ছেলে কোনও গর্হিত কাজ করেছে, এমন কাজ যা বরদাস্ত করা যায় না এবং সে শাস্তি পেয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: শাস্তি দেওয়ার বিষয়ে আমি মোটেই আগ্রহী নই। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই শাস্তি দিয়ে থাকি। এখন সে যদি শাস্তি পায় আর তার মা কিম্বা বাবা তরবীয়ত সেক্রেটারী হয় কিম্বা জামাতের সদর হয়, তবে লোকে বলবে, নিজের পরিবারের সংশোধন করতে পারে নি, আমাদের আর কি তরবীয়ত করবে? তাই তাদের জ্ঞান ফেরানোর উদ্দেশ্যে তোমাদের নিজেদের সন্তানদের উপর দৃষ্টি রাখা উচিত। এতে অসন্তোষ তৈরী হয় না, কিন্তু তাদের উন্নতি এবং জামাতের স্বার্থের জন্য তাদেরকে এই কাজ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। তার এবং সন্তানের শাস্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। লক্ষ্য, উভয়েরই সংশোধন করা। সংশোধন হয়ে গেলে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। অনেক সময় এমনটা হয় যে, ছেলে বিপথে চলে যায় আর মা-বাবা বলে দেয়-ছেলে আর আমাদের হাতে নেই, সে এখন যুবক। আর মেয়ে হলে বলে সে এখন যুবতী হয়েছে, আমাদের হাতে নেই। আমাদের তাদের বিষয়ে কোনও হস্তক্ষেপ করি নি। এক-দুই মাস পরে যখন একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মা-বাবার এতে কোনও হাত ছিল না, তখন তাদের খিদমত নেওয়া হয়। কিন্তু হতে পারে যে, তার হাতে যদি কোনও তরবীয়ত বিভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল, তাহলে তার খিদমত না নেওয়া উচিত, অন্য কোনও বিভাগ থাকলে খিদমত নেওয়া হোক। অন্য কাজ নেওয়া যেতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যে সব মাতাপিতা জামাতের কোনও পদে দায়িত্বরত আছেন, তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, লোকে বেশি কথা বলে, তাদের সম্মান ও প্রভাব ক্ষুন্ন হয়। জামাতের ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়তে শুরু করে।এই কারণে কিছুটা সতর্ক করার উদ্দেশ্যে মা-বাবাকেও বলা হয়।

প্রশ্ন: আমরা যখন দোয়া করি, তখন আল্লাহ্ তা'লাকে কিভাবে কল্পনা করতে পারি? আমি বলতে চাইছি, আমরা যখন খোদা তা'লা সম্পর্কে চিন্তা করি, তখন চোখের সামনে একটি চিত্র তৈরী হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: চিত্র তৈরী হওয়াই উচিত নয়। সামনে সিজদাগাহের দিকে দৃষ্টি থাকে, যেখানে সিজদা কর। আল্লাহ তা'লা তো সর্বব্যপী। তুমি আল্লাহ্ তা'লার কোনও রূপ কল্পনা করতে চাও?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা সর্বব্যপী। লক্ষ্য করে দেখ, আল্লাহ্ তা'লার কুদরত এই পৃথিবীতে এত বেশি যা গণনা করা যায় না- বৃক্ষরাজি, পর্বতমালা, নদ-নদী, অরন্য, সাগর, জনপদ-এগুলি সবই তাঁর কুদরত। এছাড়া পৃথিবীতে রয়েছে অসংখ্য জীবজন্তু। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব এবং প্রত্যেকের প্রাণধারনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর অনেকটাই আবিষ্কৃত, কিন্তু যদি সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মানচিত্র দেখি, তবে দেখব সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু আকারে নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ বোঝানো হয়েছে। আর পৃথিবীর সেখানে এতটাই ক্ষুদ্র যে, পৃথক করে বোঝার উপায় নেই। ইংরেজিতে সেখানে লেখা আছে- Our Earth is somewhere here.আমাদের পৃথিবীর অস্তিত্ব যেখনে এতটাই নগণ্য আর অপরদিকে আমরা আল্লাহ্ তা'লার কুদরতের দিকে দৃষ্টি দিলে বিস্ময়ে অভিভূত হই। এগুলিই মহাকুদরত। আল্লাহ্ তা'লা এটিই বলেন যে, জমীন ও আসমানের দিকে দৃষ্টি দাও, আমার কুদরতকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা কর, পবর্তমালাকে দেখ। বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রকে দেখ, অতঃপর আমার কুদরতকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখবে আল্লাহ্ তা'লার জন্য মহত্ব, তাঁর সর্বশক্তিমান হওয়া এবং সকল শক্তির অধিপতি হওয়া মনের মনের মধ্যে আল্লাহ্র প্রতাপ সৃষ্টি করে। আর এটাও চিন্তা করে দেখ যে, কিভাবে তিনি নবীগণের দোয়াও শুনে থাকেন, তাঁদের সঙ্গে কথোপকথন করেন, পুণ্যবাননদের দোয়া শোনেন, তাদের সঙ্গে কথা বলেন। এই সকল শক্তির অধিপতি স্বয়ং আল্লাহ। এগুলোই খোদা, খোদার রূপ কল্পনা করার প্রয়োজন কি?

প্রশ্ন: তাবাররুক হিসেবে হুযুর কি আমাকে একটি কলম উপহার দিতে পারেন? হুযুর সেই ওয়াকফা নও মেয়েটিকে একটি কলম উপহার দেন।

প্রশ্ন: আমরা নাসেরাত থাকা অবস্থায় আমাদের উপর খুব যৎ সামান্য দায়িত্ব অর্পিত হয়। কিন্তু লাজনায় পদার্পণ করার পর কিভাবে সক্রিয় থাকতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: লাজনাদের কাজ এটা, তাদের উচিত যে সব নাসেরাত ভাল কাজ করছিল, যারা কোনও পদে ছিল, পদ নয় দায়িত্ব বলা উচিত, কোনও কাজ করছিল, তাদেরকে মহল্লায় বিভিন্ন দলে সহকারি বা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে নিযুক্ত করা, যাতে তারা অনুশীলনের মধ্যে থাকে। যাতে তাদের মধ্যে এই চেতনা থাকে যে, আমাদের মেধা, যোগ্যতা নষ্ট হচ্ছে না। তাদেরকে খিদমত নেওয়া উচিত, না নিলে তাদের দোষ।

প্রশ্ন:কেউ যদি কোন ভুল করে এবং সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তওবা করে, তাহলে সে কিভাবে জানতে পারবে যে, তার তওবা গৃহীত হয়েছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: সে বুঝতে পারবে যে, তার তওবা গৃহীত হয়েছে, যখন সে পুনরায় সেই ভুলের দিকে দৃষ্টি দিবে না। একবার ভুল করে তওবা করে নিল আর পনেরো দিন পর পুনরায় একই ভুলে লিপ্ত হল, তবে এর হল, এমন ব্যক্তি অত্যন্ত উদ্ধত। তার তওবা কোনও তওবা নয়। যে ভুল তুমি করেছ তা সংশোধন করার পর তাকে ভীষণভাবে ঘৃণা করার নাম হল তওবা। ইসতেগফার বা তওবা কেবল পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা ক্ষমালাভের জন্য নয়। বরং ভবিষ্যতে কোন পাপ না করার শক্তি যাচনার জন্যও বটে। তাই ইসতেগফার অনেক বেশি করা উচিত।

প্রশ্ন: সম্প্রতি মহররম অতিক্রান্ত হয়েছে। পাকিস্তানের শিয়ারা বলে, হযরত ইমাম হোসেন (রা.) যখন শহীদ হযেছিলেন, তখন তাঁর ঘোড়া কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে ফিরে এসেছিল, যেখানে তিনি থাকতেন? এই কথা সত্য?

হুযুর আনোয়ার বলেন: জীবিতই তো রাখে নি তারা, তবে সে কিভাবে কাঁদল? যারা এসব কথা বলে, ভুল বলে।নিজেদের পক্ষ থেকে মনগড়া কাহিনী এসব। নিজেদের মনের মত করে কাহিনী গড়ে নিয়েছে।

প্রশ্ন: অনেকে শহীদের মর্যাদা লাভের জন্য দোয়া করে থাকেন। আমাদের শহীদ হওয়ার জন্য দোয়া করা উচিত না কি গাজি হওয়ার জন্য?

হুযুর আনোয়ার বলেন: নিজের মর্যাদা অনুসারে মানুষ দোয়া করে। শাহাদতের দোয়া করলে সেটাও নিজের মাকাম ও মর্যাদা অনুসারে করে থাকে। কিন্তু তুমি দোয়া করবে আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে যেন গাজির মর্যাদা দেন। পরে যারা পিছনে থেকে যায়, তাদের জন্যও অনেক সমস্যা তৈরী হয়। তাদের ঈমান এত দৃঢ় না হলে আল্লাহ্ তা'লার নিকট এই দোয়া করা উচিত যে, তিনি যেন আমাদের প্রতি প্রীত হন।আর শহীদ কেবল এক প্রকারের হয় না। একজন ব্যক্তি যদি নিরবিচ্ছিন্নভাবে দ্বীন ও ইসলামের সেবা করে থাকে, আল্লাহ্ তা'লার দিকে অগ্রসর হতে থাকে, কুরআন করীমের শিক্ষা মেনে চলে এবং আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শ অনুসরনকারী হয়, তবে এমন ব্যক্তিও শাহাদতের মর্যাদা লাভ করে।

যুগ ইমামের বাণী

পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Mirza Naeema Begum & Family
Bithari, 24 PGS (N)

মহান আল্লাহ্র বাণী

"আল্লাহ্ সকল বিষয়ে হিসাবগ্রহণকারী।"

(সূরা নিসা: ৮৭)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 27 Feb 2025 Issue No.9

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(খুতবার শেষাংশ, ৭ পাতার পর....)

প্রথম দশটি জামা'তের মাঝে প্রথম হলো ইসলামাবাদ, তারপর যথাক্রমে টাউনশিপলাহোর, দারুয যিকর লাহোর, আযীযাবাদ করাচি, আল্লামা ইকবাল টাউন লাহোর, সামানাবাদ লাহোর, বায়তুল ফযল ফয়সালাবাদ, মুলতান শহর, দিল্লি গেট লাহোর এবং গুজরানওয়ালা শহর।

আতফালদের মধ্যে তিনটি বড়ো জামা'তের মাঝে প্রথম হলো লাহোর, দ্বিতীয় রাবওয়া এবং তৃতীয় করাচি। আর আতফাল রেজিস্টারের দিক থেকে জিলাসমূহের অবস্থান ক্রমানুসারে প্রথম হলো ইসলামাবাদ, তারপর সিয়ালকোট, এরপর নারোয়াল, উমরকোট, রাওয়ালপিন্ডি, গুজরানওয়ালা, মীরপুর খাস, গুজরাত, হায়দ্রাবাদ এবং শেখুপুরা।

কিছু অসাধারণ প্রয়াসকারী মজলিস (বা) জামা'তও রয়েছে।

ভারতের প্রথম দশটি প্রদেশের মাঝে প্রথম হলো কেরালা, এরপর (পর্যায়ক্রমে) তামিলনাড়ু, জম্মু কাশ্মীর, এরপর কর্ণাটক, তেলাঙ্গানা, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ।

দশটি জামা'তের মাঝে প্র থম স্থানে আছে কোয়েম্বে টর, দ্বিতীয় স্থানে আছে কাদিয়ান, এরপর (পর্যায়ক্রমে) হায়দ্রাবাদ, কালীকট, মাঞ্জেরী, ব্যাঙ্গালোর, মেলাপালায়ালাম, কোলকাতা, কেরেং, কেরোলাই।

অস্ট্রেলিয়ার দশটি জামা'তের মাঝে প্রথম স্থানে ক্যাসেল হিল, এরপর (পর্যায়ক্রমে)মেলবোর্ন লংওয়ারেন, মার্সডেন পার্ক, এরপর মেলবোর্ন ক্লাইড, লোগান ইস্ট, মেলবোর্ন বেরউইক, পেনরিথ, পার্থ , অ্যাডিলেইড, অ্যাডিলেইড ওয়েস্ট।

প্রাপ্তবয়স্কদের হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার জামা'তগুলোর মাঝে ক্যাসেল হিল প্রথম স্থানে, এরপর (পর্যায়ক্রমে) মেলবোর্ন লংওয়ারেন, মার্সডেন পার্ক, লোগান ইস্ট, মেলবোর্ন বেরউইক, মেলবোর্ন ক্লাইড, পেনরিথ, পার্থ , অ্যাডিলেইড ওয়েস্ট, ব্ল্যাক টাউন।

আতফালদের মাঝে (জামা'তগুলো) হলো, মেলবোর্ন লংওয়ারেন, পার্থ, প্লাম্পটন, অ্যাডিলেইড সাউথ, মেলবোর্ন ক্লাইড, পেনরিথ, মেলবোর্ন ওয়েস্ট, মার্স ডেন পার্ক, ব্রিসবেনসেন্ট্রাল এবং মেলবোর্ন বেরউইক।

আল্লাহ্ তা'লা এই কুরবানীকারীদের অর্থ ও জনসম্পদে অশেষ কল্যাণ দান করুন।

এই দোয়াও করুন, এই ২০২৫ সাল যেন জামা'তের জন্য কল্যাণময় বছর হয়। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখুন। পাকিস্তানে উগ্রপন্থি বিভিন্ন দল রয়েছে, প্রায়শ তাদের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং কতক স্থানে জামা'তের বিরোধিতায় আইনের ছত্রছায়ায় তারা সকল প্রকারের অত্যাচার করার অপপ্রয়াস চালায়। (এদের কাছে থেকে) না কবরস্থান সুরক্ষিত, না ঘরবাড়ি সুরক্ষিত। আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত এই অত্যাচারীদের ধৃত করার উপকরণ সৃষ্টি করুন, সকল আহমদীকে নিজ নিরাপত্তায় রাখুন। রাবওয়ার প্রতিও এই লোকদের কু দৃষ্টি রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এর সুরক্ষাও অব্যাহত রাখুন। কিছুকাল পূর্বে আমি দরূদ শরীফ এবং কতক দোয়ার প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। এর প্রতি বিশেষ করে পাকিস্তানের আহমদী এবং বিশ্বে র সকল আহমদী মনোযোগ দিন।

বাংলাদেশের আহমদীদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও উগ্র পন্থি দের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখুন। সিরিয়াতেও এখন নতুন সরকার এসেছে। আল্লাহ্ তা'লা সেখানেও আহমদীদের সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং নিজ সুরক্ষা-বলয়ে রাখুন। অনুরূপভাবে অন্যান্য দেশ রয়েছে, আফ্রি কার দেশসমূহ রয়েছে; প্রতিটি স্থানে আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদের নিজ সুরক্ষায় নিরাপদ রাখুন।

প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক হলো, এজন্য বিশেষ করে নিজেও অনেক দোয়া করুন- নিজ দেশের জন্যও এবং পাকিস্তানের বাইরে যারা বসবাস করেন (তারা) পাকিস্তানের জন্যও (দোয়া করুন)। বিশ্বের সাধারণ অবস্থা এবং যুদ্ধপরিস্থিতির জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা এর কুপ্রভাব থেকে প্রত্যেক নিষ্পাপ এবং নির্যাতিতকে রক্ষা করুন। নতুন বছর উপলক্ষ্যে এই লোকেরা বড়োই উৎসব উদযাপন করে, আতশবাজির প্রদর্শনী হয়, আতশবাজি পোড়ায়। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজের আনন্দ খোঁজে, অন্যের বেদনার প্রতি কোনো অনুভূতি নেই। গরিবদের, গরিব জাতিসমূহের, নির্যাতিত মানুষদের (ওপর) শক্তিধর জাতিসমূহ অত্যাচার করে চলেছে। আল্লাহ্ তা'লা এই বছর এসব শক্তিধর জাতিসমূহের দূরভিসন্ধিও ধূলিসাৎ করুন এবং আল্লাহ্ তা'লার একত্ব বাদকে যেন আমরা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি; আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও এর সৌভাগ্য দান করুন। (আমীন)

**** **** **** ****

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, আঞ্জুমান তাহরীকে জাদীদ, আঞ্জুমান ওয়াকফে জাদীদ কাদিয়ানের প্রতিষ্ঠানগুলিতে মালি/ রাঁধুনি/নানবাঈ/কেয়ারটেকার/চৌকিদার হিসেবে খিদমত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি।

৪র্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের জন্য শর্তাবলী:

(১)প্রত্যাশীর বয়স ১৮ বছরে উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৪০ হতে হবে। * (২) শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন শর্ত নেই, তবে শিক্ষিত প্রত্যাশীদের প্রাধান্য দেওয়া হবে। (৩) জন্ম-তারিখের জন্য স্বীকৃত শংসাপত্রের ফটোকপি দেওয়া আবশ্যক। (৪) ঘোষণার ২ মাসের মধ্যে যে সমস্ত আবেদন পত্র জমা পড়বে সেগুলি বিবেচিত হবে। (৫) কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রত্যাশীকে নির্বাচন করা হবে। (৬) ইন্টারভিউ এ উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। (৭) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। (৮)প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

(নোট: লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ -এর দিনক্ষণ পরে জানানো হবে।)

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন-

(সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

Office: 01872-501130,

Mobile: 9888232530, 09682627592

ই-মেল: diwan@qadian.in

নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা

(হাদীস)

'হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন 'তোমাদের মধ্যে নবুয়ত ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন অতঃপর, আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবেন যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন তা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পর্যবসিত হবে, এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন নবুয়তের পদ্ধতিতে [অর্থাৎ ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমণের পর] পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর হযরত নবী করীম (সা.) নীরব হয়ে গেলেন। "

(আহমদ বাইহাকী)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir